(গীতিনাট্য)

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত।—

প্রথম অভিনয়—শনিবার ১০ই ডিসেম্বর, ১৯২৭ সাল।

শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত প্রণীত।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বার আনা।

পাত্র-পাত্রীগণ

পুরুষগণ

মীর হবিব	...	...	এলজাউক্ নগরের শেখ।
ওসমান	...	...	ঐ কোতোয়াল।
ওমর	...	..	ওসমানের সহকারী।
আফ্‌জল	...	...	বেদুইন দস্যু।
হিম্মৎ শের করিম	...	..	আফ্‌জলের অনুচরগণ।

ফকিরসাহেব, নিমন্ত্রিতগণ, পরিচারকগণ, মদ্যপগণ,
জহুরী বালকগণ, দরবেশ বালকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

বিজ্‌লী	...	...	আফ্‌জলের প্রণয়িনী।
লায়লা	...	...	কাফিখানার স্বত্বাধিকারিণী।
সাকী	...	...	বাঁদী।

বেদুইন বালিকাগণ, নারীগণ, নর্ত্তকীগণ, ইত্যাদি।

মিনার্ভা থিয়েটার

স্বত্বাধিকারী	শ্রীযুক্ত	বাবু	উপেন্দ্রকুমার মিত্র বি, এ।
ম্যানেজার	"	"	সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)।
বিজনেস্ ম্যানেজার	"	"	রমেন্দ্রনাথ ঘোষ।
সঙ্গীতাচার্য্য	"	"	ভূতনাথ দাস।
নৃত্যশিক্ষক	"	"	সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় (কড়িবাবু)।
বংশীবাদক	"	"	লালবিহারী ঘোষ।
হারমোনিয়ম বাদক	"	"	বিদ্যাভূষণ পাল।
সঙ্গতী	"	"	নূটবিহারী মিত্র।
স্মারক	"	"	জ্ঞানরঞ্জন বসু।
ষ্টেজ ম্যানেজার	"	"	পরেশচন্দ্র বসু (পটলবাবু)।
ঐ সহকারী	"	"	শ্যামাচরণ দে।

প্রথম অভিনয় রজনীর ভূমিকালিপি

ওসমান	...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)।
আফ্‌জল	...	শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)।
মীরহবিব	...	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে।
ওমর	...	শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
হিম্মৎ	...	শ্রীজীতেন্দ্রনাথ ঘোষ।
শের	...	শ্রীযুগলকিশোর পাল।
করিম	...	শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য।
ফকির	...	শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নিমন্ত্রিতগণ
খরিদ্দারগণ
ইত্যাদি } উপেনবাবু, যুগলবাবু, সত্যেনবাবু (২নং), জগৎবাবু, বিষ্ণুবাবু, গোপালবাবু, ফটিকবাবু, নববাবু, অন্নদাবাবু, ইত্যাদি।

সাকী	...	শ্রীমতী সুবাসিবনী।
লায়লা	...	শ্রীমতী আঙ্গুরবালা।
বিজ্‌লী	...	শ্রীমতী আসমানতারা।

নারীগণ
বালিকাগণ
নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি } শ্রীমতী মতিবালা, নবতারা, লীলাবতী, ননীবালা. রেণুবালা (সুখ), ননীবালা (বড়), পটলসুন্দরী (ঘুম), মহামায়া, পান্নারাণী, হরিমতী, সুশীলাবালা, দুনিয়াবালা, বীণাপাণি,অমিয়াবালা, রাজলক্ষ্মী ইত্যাদি।

নর্ত্তকী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

এলজাউফ্ নগরের উপকণ্ঠস্থ্ বেদুইন পল্লী—

কাফিখানা

[বহু নরনারী বসিয়া পান ভোজন করিতেছে ; মধ্যস্থলে কয়েকটী বালিকা নৃত্যগীত করিতেছে, কতিপয় স্ত্রীপুরুষ তাহাদিগকে বাহবা দিতেছে কচিৎ বা তাহাদের গানে যোগদান করিতেছে কেহ কেহ মাঝে মাঝে পারিতোষিক দিতেছে]

গীত

বালিকাগণ। এিক পাগল করিল বঁধুহে আজব নেশায় !
ঘরে রইতে নারি, লাজে কইতে নারি, মরি হায় ! মরি হায় !
নূতন হাওয়ায় কত নূতন কথা, বঁধু কাণে কাণে কয়ে যায় !
বঁধুহে আজিকে টেনেছ একি টানে !
একি বাঁধন বেঁধেছ প্রাণে প্রাণে ।
কেন মান না মানা, কেন হান নয়না
কেন কেন ডাক উভবায় !

সকলে। (গীতান্তে উচ্চহাস্য)—হাঃ হাঃ হাঃ ! (গোলমাল করিয়া)—
বাঃ বাঃ চমৎকার। খাসা ! চমৎকার !

১ মপু। সাকী ! সরাব লাও।

বিজ্‌লী। (নেপথ্যে) গীত—

তোরি নজরিয়া রে! আগ্‌সে জ্বলাবে মোরি ছাতিয়া!

২ য়পু। চুপ চুপ, ওই বিজ্‌লী আস্‌ছে।

সকলে। (হট্টগোল করিয়া)—চুপ চুপ, ওই বিজলী আসছে।

[বিজ্‌লীর প্রবেশ]

গীত

বিজ্‌লী। তোরি নজরিয়া রে! আগসে জ্বলাবে মোরি ছাতিয়া!
তোরি বাতিয়া ছুরি চলাবে দিনো রাতিয়া রে!
ম্যাঞ হুঁ ভোলী, তুহুঁ কপটা—
পরায়া আসক—ঝুটা ঝুটা—
মুঝে মা চাহিয়ে তোরি পিরিতীয়া রে!

১ম পু। আহাহা!! বিজ্‌লী গায়, না যেন প্রাণের ভিতর মধু ঢেলে দেয়! (দীর্ঘনিশ্বাস)—আহাহা! বিজ্‌লীরে!

২য় পু। তোর জন্যে প্রাণ যায়!

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ!

বিজ্‌লী। প্রাণ যায়! বটে? আজকাল বুঝি প্রাণ খুব সস্তা হয়েছে? (পার্শ্ববর্ত্তী পুরুষের হাত হইতে ছড়ি টানিয়া লইয়া)—কৈ কার কার প্রাণ যায়, আমার সামনে সার বেঁধে দাঁড়াও দেখি! (ছড়ি আস্ফালন)

১ম পু। আমার নয়, আমার নয়।

[প্রস্থান।

২য় পু। আমারও নয় আমারও নয়

[প্রস্থান।

৩য় পু। বোধ হয় আমার ঠাকুরদাদার প্রাণ যায়। আমি যাই তাকে ডেকে নিয়ে আসি।

অন্যান্য পুরুষগণ } হ্যাঁ হ্যাঁ তাই চল তাই চল।

[পুরুষগণের প্রস্থান।

বিজলী। কিরে ছুঁড়ীরা, তোরা যে বড় দাঁড়িয়ে রইলি? তোদেরও প্রাণ যায় নাকি?

১মা স্ত্রী। বালাই! শত্তুরের যাক!

২য়া স্ত্রী। কেন বল দেখি খামকা খামকা লোকগুলোকে তাড়িয়ে দিলে?

বিজলী। বেশ করেছি তাড়িয়ে দিয়েছি—একশ'বার দেব।

১মা স্ত্রী। ইস্! কেন দেবে শুনি? তোমার জোর নাকি?

বিজলী। আহাহা! গায়ে তাত লেগেছে—না? প্রেম কর্ত্তে ইচ্ছা হয়েছে বুঝি? তা যা না,—সহরের বাইরে খোদার খোলা মাঠ মরুভূমি পড়ে আছে, যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু বালি আর বালি—যা না, সেইখানে গিয়ে যত ইচ্ছা প্রেম কর না। এখানে ম'র্ত্তে এসেছিস্ কেন?

২য়া স্ত্রী। মরণদশা! সেখানে গিয়ে প্রেম করবে তুমি। আমরা সেখানে যেতে গেলুম কেন?

১মা স্ত্রী। সেই জন্যেই তো প্রেমিকটী আগে থেকেই সেইখানে গিয়ে বসে আছেন। এইবার তুমিও যাও, আমাদেরও হাড়ে বাতাস লাগুক।

অন্যান্য বালিকাগণ। হাঃ হাঃ হাঃ!—(হাস্য)

বিজলী। তবেরে শয়তানী! তোদের এতদূর আস্পর্দ্ধা! (দ্বিতীয়াকে লাথি মারিল—প্রথমার মুখ আঁচড়াইয়া দিল—(লায়লা প্রবেশ-পূর্ব্বক অবস্থা দেখিয়া ছুটিয়া আসিল)

লায়লা। আহাহা! করিস কি! করিস কি! বিজলী, থাম্ থাম্।

১মা স্ত্রী। আচ্ছা আমিও দেখে নিচ্ছি। এ তেজ ভাংব তবে আমার নাম। তিন দিনের মধ্যে তোর প্রাণের আফ্‌জলের মাথার দাম একশ' মোহর রোজগার না করেছি তো আমি বেদুইন বাচ্ছাই নই। আয়তো ভাই—

২য়া স্ত্রী। চল্, চল্—

বিজলী। যা যা। তোদের মত আশু'লা বিজ্‌লী ঢের দেখেছে।

৩য়া স্ত্রী। চল ভাই, মিছে ঝগড়া-ঝাটি ভাল লাগে না।

৪র্থা স্ত্রী। বিজ্‌লীর সঙ্গে ঝগড়ায় কে পারবে বল্।

[লায়লা, বিজ্‌লী ও সাকী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিজ্‌লী। লায়লা।

লায়লা। কি?

বিজ্‌লী। আয় সরাব খাই। সাকি সরাব দে।

[সাকী মদের ভাঁড় ও দুইটী পানপাত্র আনিয়া দিল]

লায়লা। তুই খা, আমি খাব না।

বিজ্‌লী। ইস্! খাবনা! আবদার! তোকে খেতেই হবে। নে ধর—

[মদ্য প্রদান—লায়লা অল্প অল্প পান করিতে লাগিল—বিজ্‌লী প্রচুর পান করিতে লাগিল]

লায়লা। বিজলী? আজ তোর কি হয়েছে?

বিজ্‌লী। কি আবার হবে? একটু মদ খেতে ইচ্ছে হয়েছে আর কি? নে ধর খা!

লায়লা। কিছু হয়নি যদি, তাহ'লে অমন ছট্‌ফট্ কর্চ্ছিস কেন?

বিজ্‌লী। কৈ না, তোর দেখবার ভুল।

লায়লা। 'না' বল্লে শুনব কেন ভাই? তোর বুকের ভেতর ঝড় বয়ে

যাচ্ছে—চোখে তার নিশানা ফুটে উঠেছে, ঠোঁটের হাসি শুকিয়ে গিয়েছে—

বিজলী। দূর! দূর! দূর! দেখবি আমি হাসব? হাঃ হাঃ হাঃ!—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—(হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া ফেলিল—তখন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল)

লায়লা। (সান্ত্বনার সুরে) বিজলী! বিজলী! (বিজলী কাঁদিতে লাগিল)

গীত

লায়লা।　কেন শশী মেঘে ঢেকেছে?
চলিতে গগন পথে পুলকে মনোরথে
পথমাঝে সে কি রাহু দেখেছে?

বিজলী।　সখী! সে আমারে ডেকেছে—ডেকেছে,—
মরমে মরম দিয়ে শোণিতের লেখা লিখেছে,—
নয়নে নয়ন দিয়ে ছবি এঁকেছে।

লায়লা।　নীল গগন হতে সুদূর ছায়াপথ বাহিয়া
চাঁদ এসেছে নেমে পিয়াসী চকোর মুখ চাহিয়া—

বিজলী।　তাই জেগেছে, প্রাণ জেগেছে, সখী জেগেছে—

উভয়ে।　নীরব বীণার তারে সুর লেগেছে—সখী লেগেছে।

বিজলী। কি বলছিস্ তুই?

লায়লা। বলছি—সে এসেছে।

বিজলী। এসেছে? কে এসেছে?

লায়লা। (বিজলীর মুখের উপর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া)—সে।

বিজলী। দেখ্ লায়লা, আমায় নিয়ে খেলাস নে। পষ্ট পষ্ট বল—নাম বল। কে এসেছে?

লায়লা। আফ্জল।

বিজ্লী। আফ্জল !

লায়লা চুপ্।

বিজ্লী কোথায় সে ?

লায়লা ফকির সাহেবের আস্তানায়। কাল রাত্রিতে আমি দোর বন্ধ করে এইখানে বসে ঝিমুচ্ছিলুম, সে এসে চুপি চুপি আমায় ডাকলে। আমি তাড়াতাড়ি তা'কে দোর খুলে ভিতরে নিয়ে এলুম। তারপর তা'কে এখানে রাখবার সুবিধা হবেনা দেখে, খাইয়ে দাইয়ে ফকির সাহেবের আস্তানায় রেখে এসেছি।

বিজলী। ফকির সাহেবের আস্তানায়! সেখানে তো যেতে পারব না।

লায়লা। কেন ?

বিজ্লী। কি জানি কেন তাঁর চোখে চোখে চাইলেই আমার বুকের ভিতরটা যেন হিম হয়ে জমে যায়---আবার চোখের আড় হ'লেই নিজের উপর এমন রাগ হয় কি যে করব ভেবে পাইনা। বিজ্লী যদি দুনিয়ায় কাউকে ভয় করে, তবে সে ফকির সাহেবকে। আচ্ছা লায়লা, এই ফকির সাহেবটী কে জানিস ?

লায়লা। ফকির সাহেব ফকির সাহেব—তার বেশী কেউ জানে না। আর জানবার দরকারই বা কি ? তিনি চিরদিনই ফকির সাহেব। তাঁকে এদেশে কে না চেনে ? স্বয়ং শেখ মীর হবিব পর্য্যন্ত তাঁর নাম শুনলে দু'হাত তুলে সেলাম করে। তাঁর কাজই তাঁর পরিচয়।

বিজ্লী। ইস্! কাজ তো কত! কার কোথায় ওলাউঠো হয়েছে, কে কোথায় ভাগাড়ে পড়ে ম'র্চ্ছে,—তিনি গিয়ে তাকে আস্তানায় তুলে নিয়ে এলেন। কোথায় কার বাপ মা মরা ছেলে রাস্তায় পড়ে কাঁদছে, অম্নি তাঁর টনক নড়ল!

লায়লা। বিজ্‌লী! বিজ্‌লী!—

বিজ্‌লী। তিনি যে বড় আফ্‌জলকে ঠাঁই দিলেন? তিনি কি জানেন না—

লায়লা। তিনি সব জানেন। তবু তিনি আফ্‌জলকে বড় ভালবাসেন। আর আমার উপর ও তাঁর যথেষ্ট মেহেরবাণী—আজ পর্য্যন্ত আমার কোন কথায় তিনি না বলেন নি।

বিজ্‌লী। আচ্ছা লায়লা—

লায়লা। কি?

বিজ্‌লী। আফ্‌জল এসে প্রথমে তোকেই খুঁজলে,—কৈ, আমায় তো খুঁজলে না।

লায়লা। ভয় নেই বিজ্‌লী, আমি তার কেউ নই—সে তোর, তোরই আছে। তোকে না দেখে থাকতে পারেনি, তাই সে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে ছুটে এসেছে। তার মাথার জন্য যে একশ' মোহর মূল্য নির্দ্ধারিত আছে তাও গ্রাহ্য করেনি।

বিজ্‌লী। তাই তো বলি, আজ হঠাৎ আমার বুকের ভিতর প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে কেন? খাঁচার পাখীর মত ছট্‌ফট্‌ কর্চ্ছে কেন? লায়লা, চল আমরা না হয় সেই খানেই যাই।

লায়লা। ব্যস্ত হোসনে। আর একটু রাত্রি হোক, গোলমাল সব থেমে যাক,—তারপর তা'কে চুপি চুপি এইখানে ডেকে নিয়ে আসব। হয়তো তার আগে সে নিজেই এসে পড়বে।

বিজ্‌লী। না না, আমার আর দেরী সইছে না।

লায়লা। বিজ্‌লী! তুই কি দিন দিন ছেলেমানুষ হচ্ছিস? লোকটাকে কি প্রাণে বাঁচতে দিবি নে?

বিজ্‌লী। তা—তা—না, তুই যা বলছিস তাই ঠিক। সাকী! সরাব দে।

লায়লা। এখন আর নয়, এর পর খাস।

বিজ্‌লী। না না, তোর কোন ভয় নেই, আমি বে-এক্তার হব না।

লায়লা। তবে খা। (সাকী মদ্য প্রদান করিয়া বিজ্‌লীর আদেশ প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল)—আমি যাই, বাইরের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে আসি, আর দেখে আসি কেউ কোথাও আছে কিনা।

[লায়লার প্রস্থান।

বিজ্‌লী। (মদ্যপান করিতে করিতে)—কি! দাম চাস্?—এই নে—(বস্ত্রমধ্য হইতে একমুষ্টি টাকা পয়সা রেজ্‌গী বাহির করিয়া দিল)—আরও চাস্?—এই নে—(আর একমুষ্টি প্রদান করিল)

[লায়লার পুনঃ প্রবেশ]

লায়লা। (সাকীর প্রতি)—তুই যা। আজ তোর ছুটী!

সাকী। এরই মধ্যে? সত্যি?

লায়লা। সত্যি মিথ্যে গিয়েই দেখ। বাইরে কে তোর জন্যে অপেক্ষা কর্চ্ছে জানিস?

সাকী। কে?

লায়লা। গেলেই দেখতে পাবি।

[সাকী তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া প্রস্থান করিল—লায়লা দ্বার রুদ্ধ করিতে গেল—ক্ষণপরে আফ্‌জলকে লইয়া পুনরায় প্রবেশ করিল]

আফ্‌জল। বিজ্‌লী!

বিজ্‌লী। আফ্‌জল! (পরস্পরের কণ্ঠলগ্ন হইল—লায়লা মুখ ফিরাইয়া খুঁটিনাটী করিতে লাগিল)—আমায় তুমি এত ভালবাস আফ্‌জল, যে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে আমার কাছে ছুটে এসেছ!

আফ্‌জল। তুমি কি জাননা?

বিজ্‌লী। জানি। তবু এতটা দুঃসাহস ভাল হয়নি।

আফ্‌জল। শোন বিজলী, যাতে এরকম দুঃসাহস আর না কর্ত্তে হয়, তাই করব বলেই এসেছি। কাজ শেষ করে তোমাকে নিয়ে একবারে উধাও হব—অতি দূরদেশে কোথাও চলে যাব, আর ফিরে আসব না।

বিজ্‌লী। }
লায়লা। } কি এমন কাজ আফ্‌জল ?

আফ্‌জল। শেখ মীর হবিবের বাড়ী লুঠ কর্ত্তে হবে। ব্যাটার অনেক টাকা। এর আগে দু'একবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সুবিধা কর্ত্তে পারিনি। এবার একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব। বুড়োবয়েসে ছেলে হয়েছে বলে পরশু রাত্রিতে তার বাড়ীতে মাইফেল। মদের নেশায় সবাই চুর হয়ে থাকবে, স্ত্রী পুরুষ সবাই আমোদের স্রোতে গা ঢেলে দেবে। সেই আমার উত্তম সুযোগ। তার পর যদি নসীবে থাকে, আর তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি হবে না।

লায়লা। তুমি তো দু'বছরের উপর দেশ ছাড়া। এত খবর তুমি পেলে কোথায় ?

আফ্‌জল। আমায় খবর দিয়েছে হিম্মৎ। কিন্তু ভাবছি—

বিজ্‌লী। কি ভাবছ ?

আফ্‌জল। ভাবছি আমার তিন জন মাত্র লোক আছে। হিম্মৎ, শের, আর করিম। আরো জনকত লোক হলে ভাল হ'ত। কিন্তু আর বেশী লোকের কাছে নিজেকে প্রকাশ কর্ত্তে আমার কেমন ভরসা হচ্ছে না।

বিজ্‌লী। না না, আর কাউকে বিশ্বাস ক'রনা। বিপদ ঘটতে পারে। টাকা পয়সা ? —টাকা পয়সা আমাদের দরকার নাই। আমার কাছে

কিছু আছে। তাই নিয়ে চল সরে পড়ি। তার পর বিদেশে গিয়ে মজুরী করে খাব।

আফ্‌জল। দূর পাগলী! তাও কি হয়! এতদিন ধরে দরাজ হাতে খরচ ক'রে এসে এখন কি আর মজুরী করা চলে? টাকা কিছু চাইই—কিন্তু—

লায়লা। আফ্‌জল, তুমি দেখছি সে আফ্‌জল আর নাই। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার বুকের বলও কমে এসেছে।

আফ্‌জল। কিসে বুঝলে?

লায়লা। কিসে নয়? আজ তুমি যে তিন জনকে সঙ্গে নিয়ে মীর হবিবের বাড়ী যেতে ভয় পাচ্ছ, ভেবে দেখ দেখি এক সময় তুমি এই তিনজনকে নিয়ে কত ভয়ানক ভয়ানক কাজ করেছ, যার জন্য আজ তোমাকে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

আফ্‌জল। লায়লা, বুকের বল কিছুমাত্র কমেনি। তবে কি জান, বিবেচনা শক্তিটা একটু বেড়েছে। এইই যখন আমার শেষ চেষ্টা তখন আঁট ঘাট বেঁধে কাজ করা দরকার, যাতে কোন রকমে ফস্কে না যায়। মীর হবিবের বাড়ীতে ভয় আর কাউকে নয়—ভয় শুধু ওসমানকে। ব্যাটা জ্যান্ত শয়তান। সামনে পেছনে তার দশটা চোখ। ব্যাটা সরাব ছোঁয় না—এতবড় কমবক্ত! সে রাত্রে সে নিশ্চয় দলবল নিয়ে বুড়োর বাড়ী চৌকি দেবে।

বিজ্‌লী। আমি যদি তাকে ভুলিয়ে এনে তোমার মুঠোর মধ্যে ফেলতে পারি?

আফ্‌জল। পার বিজ্‌লী?—পার? তাহ'লে তো আমায় কিনে রাখলে? কিন্তু বিশ্বাস হয় না। ব্যাটা যে সরাব ছোঁয় না।

বিজ্‌লী। না ছুঁক। তবু সে রক্তমাংসের মানুষ তো। তুমি একটা

দম্‌কা হাওয়ার ঝড়, তোমায় বাঁধতে পেরেছি, আর তাকে ভোলাতে পারব না? আচ্ছা এক হাত দেখাব। সে পোষা কুকুরের মত আমার পিছু পিছু এসে নিজের হাতে ফাঁসীর দড়ীটী গলায় না পরে তো আমার নাম বিজ্‌লীই নয়। (দ্বারে করাঘাত)

লায়লা। শীগ্‌গির লুকোও। ওই কারা আসছে।

[আফ্‌জল লুক্কাইত হইল—লায়লা দ্বার খুলিয়া দিল—
হিম্মৎ, শের ও করিমের প্রবেশ]

হিম্মৎ। কোথায়?—(আফ্‌জল বাহির হইয়া আসিল)

আফ্‌জল। এই যে। কি খবর?

হিম্মৎ। খবর সব ঠিক। সহরে শুনে এলুম, পরশু রাত্রির উৎসবের জন্য খুব ভাল একজন নাচওয়ালীর খোঁজ হচ্ছে, কিন্তু মনের মত মিলছে না।

বিজ্‌লী। বটে! তাহ'লে আর কথা কি? কালই আমি নাচের বায়না নিচ্ছি। তারপর দেখব তোমার ওসমান কতবড় শয়তান—সরাব ছোঁয় কি না। কি বল আফ্‌জল? দেখো তখন কাজের বেলায় যেন গায়ে জ্বালা ধরে না।

আফ্‌জল। পাগল! এতে আমি খুব রাজি। তবে কি জান, তুমি আমার সাত রাজার ধন মাণিক—তোমাকে একলা ছেড়ে দিতে ভরসা হয় না। হিম্মৎ তোমার সঙ্গে থাকবে—কি বল হিম্মৎ?

হিম্মৎ। তুমি যা বল।

শের। আর কিছু হুকুম আছে?

আফ্‌জল। না হুকুম আর কিছু নাই। তবে লোক আর চাই না। বিজ্‌লী যখন একাজে হাত দিচ্ছে, তখন ওসমান সম্বন্ধে বেশী ভাববার

আর দরকার নাই। তোমরা তিনজন থাকলেই হবে। কি বল লায়লা ?

লয়লা। নিশ্চয়। তাতে আর সন্দেহ কি ?

হিম্মৎ। বেশ, তা হ'লে আমরা এখন যাই, কাল আবার দেখা করব।

করিম। বিবিসাহেব, আমাদের একভাঁড় মদ দাও।

[লয়লা মদ্য প্রদান করিল—বিজ্‌লী দ্বার খুলিয়া দিল—হিম্মৎ শের ও করিমের প্রস্থান। বিজ্‌লী জ্যোৎস্নাস্নাতঃ বহিঃপ্রকৃতিব দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত দৃষ্টি করিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া আসিল]

বিজ্‌লী। বাইরে চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে। আফ্‌জল, আমার ইচ্ছা হচ্ছে ওই জ্যোৎস্নালোকে খোলা হাওয়ায় তোমার সঙ্গে খানিকক্ষণ বেড়িয়ে আসি।

আফ্‌জল। আমারও তাই ইচ্ছা। তা চল না। এতরাত্রে আর কেই বা বাইরে আছে ? একটু নিরিবিলি রাস্তা দেখে গেলেই চলবে।

বিজ্‌লী। দাঁড়াও, আমি আগে দেখে আসি কেউ কোথাও আছে কি না।

[বিজ্‌লীর প্রস্থান।

লায়লা। আফ্‌জল !

আফ্‌জল। কি লায়লা ?

[লায়লা কোন কথা কহিল না—কয়েক মুহূর্ত্ত আফ্‌জলের চোখে চোখে তাকাইয়া রহিল—পরে শির নত করিয়া দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া ভূমির উপর কাল্পনিক লতাপাতা অঙ্কিত করিতে লাগিল—বিজ্‌লীর প্রবেশ]

বিজ্‌লী। না কেউ কোথাও নাই। তুমি এসো। লায়লা, ঘুমিয়ে পড়িস নে যেন। আমাদের বেশী দেরী হবে না।

লায়লা। না, আমি জেগেই থাকব। তোমরা এসো।

[আফ্‌জল ও বিজলীর প্রস্থান।

যাও।—তুমি বিজলীর—বিজলী তোমার—মাঝখানে আমি কে? কেউ নই। প্রেমের স্বর্গ তোমাদের হোক, আমার শুধু থাক চিন্তা।

লায়লা। 　　　　গীত

আমার জীবন নদীর ওপারে এসে দাঁড়ায়ো দাঁড়ায়ো বঁধু হে!
আমি তরীটী বাহিয়া আসিব, তুমি চরণখানি বাড়ায়ো হে!
দিনের আলোটী নিভে যাবে, আঁধার আসিবে ঘিরে—
তুমি নয়নের কোনে সোহাগের দীপ জ্বালিয়া এস হে ফিরে—
আমি আপন হারায়ে দিশে হারা, তুমি এতটুকু হারায়ো
হারায়ো বঁধু হে!

[লায়লা গানের শেষ চরণটী গাহিতেছে এমন সময় পশ্চাতে ফকির সাহেবের প্রবেশ— ফকির সাহেব গান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—গান শেষ হইলে সান্ত্বনার ভাবে হস্তদ্বারা লায়লার ললাট ও গণ্ড মার্জ্জনা করিয়া কেশের ভিতর অঙ্গুলি চালনা করিতে লাগিল]

ফকির। দুঃখ কিসের মা? খোদা মেহেরবান। তিনি কাউকে ভুলে থাকেন না। সময় হলে যার যা প্রাপ্য তিনি নিজে সেধে দেন, চাইতে হয় না। এই আফজলও একদিন তোর কদর বুঝবে—কিন্তু আজ নয়। আজ তার ভিতরকার মানুষটা ঘুমিয়ে আছে, জেগে আছে শুধু শয়তান। যেদিন শয়তান দূরে সরে যাবে, মানুষটা জেগে উঠবে—সেদিন সে তোকে খুঁজবে।

[লয়লা নত হইয়া ফকির সাহেবের আংরাখার প্রান্ত চুম্বন করিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

[সাকী ও হিম্মতের প্রবেশ]

সাকী। হুঁ হুঁ—আমি যাঁব—

হিম্মৎ। কোথায় যাবি ?

সাকী। আমি যাঁব—

হিম্মৎ। আ মলো যা—কোথায় যাবি বলনা ?

সাকী। নাচ দেখতে।

হিম্মৎ। নাচ! কোথায় নাচ হচ্ছে ?

সাকী। আজ রাত্রে—বিজ্‌লীর নাচ দেখতে—আমি যাঁব—

হিম্মৎ। ওরে পাগলী তাও কি হয়!

সাকী। কেন হয় না ? নিজের বেলা সব হয়, আর আমার বেলা কিচ্ছুটী হয় না। তা হবে না, আমি পষ্ট বলে দিচ্ছি। তুমি যে মদ খেয়ে নাচওয়ালীদের সঙ্গে ইয়ার্কি দিয়ে বেড়াবে, আর আমি বসে বসে আসমানের তারা গুণব,—তা কোনমতেই হবে না। আমি যাব—

হিম্মৎ। ওরে না না, তা হবে না। আমি কি আর নাচ দেখতে যাব ? আমি যাব কাজে; সেখানে তুই কোথায় যাবি ? আর আমিই বা কি বলে তোকে নিয়ে যাব ?

সাকী। অত বার সতের আমি বুঝি না,—আমায় মোদ্দা নিয়ে যেতেই হবে—নইলে আমি সব মৎলব ফাঁস্ ক'রে দেব—হাঁ।

হিম্মৎ। দেখ, ভাল হবে না কিন্তু—

সাকী। তা হ'লে আমায় নিয়ে যাবে না ?

হিম্মৎ। না, কিছুতেই না।

সাকী। নিয়ে যাবে নাতো ?

হিম্মৎ। ককক্ষনো না।

সাকী। বেশ তবে যাও, আমিও চল্লুম। (গমনোদ্যোগ)

হিম্মৎ। আহা রাগ করলি ভাই ?

[হাত ধরিতে গেল—সাকী মান ভরে সরিয়া দাঁড়াইল]

গীত

সাকী। মেরি বাঁইয়া ছোড়ি দেরে, হারে হারে বেইমান !
তু' চলি যা রে, তু' চলি যা রে,—মুঝে নাকর্ না হক্ পরেশান।

হিম্মৎ। আবে চলো বাজাব প্যারি কাহে বেজাব ?
মেরি জান ! মেরি জান !

সাকী। বাঁইয়া ছোড়ি দে রে, হারে হারে নাদান !

*　　*　　*

[নৃত্য এবং মান অভিমানের মধ্যদিয়া উভয়ের ভাব হইল]

সাকী। মেরি জুতি বাঢায দে ; সুরমা পহ্রা দে,
গুলাব কি পাঙ্খা ডোলা দে রে !
জেরা সরাব পিলাদে. দিল বাহ্লায় দে,
জেবর দিলা দে রে !

হিম্মৎ। আবো চলো বাজার প্যারী কাহে বেজার ?

সাকী। আচ্ছা চলো বাজার—

উভয়ে। মেরি জান ! হারে মেরি জান !

[গীতান্তে প্রস্থানোদ্যোগ—হিম্মৎ যাইতে যাইতে নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—সাকীকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে কি দেখাইল—পরে উভয়ে প্রচ্ছন্ন হইল—ওসমান ও ওমরের প্রবেশ]

ওসমান। আমি খবর পেয়েছি ওমর, আফ্জল ফিরে এসেছে। এই

সহরের মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে আছে। তুমি যে করেই হোক, আজ রাত্রের মধ্যে তাকে ধর্ত্তে চাও।

ওমর। সে কোথায় আছে, কিছু খবর পেয়েছেন ?

ওসমান। না, সেটা তোমায় খুঁজে নিতে হবে। আমার বোধ হয় একবার বেদুইন পল্লীটা খুঁজে দেখতে পার। আমি শুনেছি, বিজ্‌লী নামে একটা ছুঁড়ীর সঙ্গে তার খুব ভাব। বিজ্‌লীকে পেলেই তার খবর পাবে।

ওমর। যো হুকুম। আজরাত্রে দরকার হ'লে জনাবকে কোথায় পাব ?

ওসমান। সেখ মীর হবিবের বাড়ীতে। আজ সেখানে উৎসব আছে জানতো ? আমার সেখানে নিমন্ত্রণ আছে। আর জন কত লোকও সেখানে পাহারায় রাখতে হবে। আমি তা হ'লে চল্লুম। তোমাকে যা বল্লুম তাই কর।

ওমর। যে আজ্ঞে। সেলাম।

ওসমান। সেলাম

[প্রস্থান।

[হিম্মৎ ও সাকী পা টিপিয়া টিপিয়া প্রস্থান করিল]

ওমর। আফ্‌জলকে ধর্ত্তে পার্লে নগদ একশ' মোহর পুরস্কার। লোভ হয় বটে, কিন্তু প্রাণের ভয়। কিন্তু তাই বলে খোঁজটা নিতে দোষ কি ? যাই একবার বেদুইন পাড়ার দিকে, দেখি এই বিজ্‌লী ছুঁড়ীটাকে যদি খুঁজে পাই। ওই না একটা বেদুইনের মেয়ে এই দিকে আস্‌ছে ? দেখি ওর কাছে কিছু খবর পাওয়া যায় কিনা।

[একঝুড়ি ডিম লইয়া সাকীর পুনঃ প্রবেশ]

সাকী। আণ্ডা চাই আণ্ডা! তাজা মুর্গীকা আণ্ডা!

সাকী।　　　　গীত

এ সো গো কে নেবে গো আমার তাজা আণ্ডা—
তা দিলে হবে ছানা গণ্ডা গণ্ডা গণ্ডা।

ওমর। ও আণ্ডাওয়ালী—

সাকী।　　　　গীত

এ মাল নয়কো পচা নয়কো বাসি,
খেলে মুখে ফুটবে হাসি—
সুখের লহর বইবে উজান
হবে প্রাণ ঠাণ্ডা ॥

ওমর। আহা হাঃ! আণ্ডাওয়ালী! চমৎকার তোমার আণ্ডা।

সাকী। নেবেন? নেবেন? নিন্ না।

ওমর। আরো চমৎকার তুমি নিজে।

সাকী। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)—আর মিঞা সাহেব, গরীব দুঃখী মানুষ, আণ্ডা বেচে খাই,—চমৎকার হয়েই বা লাভ কি?

ওমর। লাভ কর্ত্তে জান্‌লেই লাভ হয়।

সাকী। কিছু না, মিঞা সাহেব কিছু না। আজ কাল লোক ঘর ঘর মুর্গী পুষছে, আণ্ডা আর কেউ কেনে না।

ওমর। ও সব আণ্ডা ফাণ্ডা বেচে কিছু হবে না, অন্য রাস্তা ধর্ত্তে হবে।

সাকী। বলুন তো, বলুন তো মিঞাসাহেব—কি রাস্তা? আমি ওই খানটায়ই কেমন একটু থাম্‌তি যাই। রাস্তাঘাট বড় একটা ঠাহর পাই না।

ওমর। দেখ ভাই আণ্ডাওয়ালী, তোমায় দেখে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছি। তাই—

সাকী। আহা! এমন ভাগ্য কি আমার হবে!

ওমর। তাই তোমার একটু উপকার আমি করব।

সাকী। তা হ'লে তো আপনার কেনা হয়ে থাকি।

ওমর। তুমি যদি একটা খবর আমাকে দিতে পার, তাহ'লে তোমাকে থোক থাক্ কিছু পাইয়ে দিতে পারি।

সাকী। একটা খবর! ব্যস্! আর কিছু না? কি খবর আপনার চাই বলুন তো।

ওমর। এই এমন বিশেষ কিছু না—এই তোমাদের পাড়ায় বিজ্‌লী বলে একটা ছুঁড়ী কোথায় থাকে—

সাকী। জানি না। চাই আণ্ডা—চাই আণ্ডা—আণ্ডা চাই!

[প্রস্থানোদ্যোগ।

ওমর। কি গো চল্লে যে!

সাকী। যাব না তো কি করব বলুন? আপনার চাই বিজ্‌লীকে—আমায় নিয়ে একটু খেলাচ্ছেন বইতো নয়। চাই আণ্ডা!—(যাইতে যাইতে)—দেখুন, আপনার উপর আমার একটু মন পড়েছে,—তাই—তাই বলি, নইলে আমার এমন কিছু গরজ ছিল না—বলি কি—বিজ্‌লীর সঙ্গে আস্‌নাই কর্ত্তে যাবার আগে আপনার লোক যে যেখানে আছে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে আসবেন। ফিরে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা নাও হ'তে পারে।

ওমর। (স্বগত)—তা হ'লে বিজ্‌লীর সম্বন্ধে খবর ঠিক। (প্রকাশ্যে)—ওগো না গো না। বিজ্‌লীকে আমার সে জন্য দরকার নয়, অন্য দরকার আছে।

সাকী। আহা! তা আর জানি না। আমি কচি খুকী কিনা—এই সবে ঘুম থেকে জেগে দুনিয়া দেখছি—কিছু তো আর বুঝি না। তা

বেশ তো, যান না বিজ্‌লীর খোঁজেই—আমায় খামকা পথের মাঝখানে আট্‌কাচ্ছেন কেন ?—চাই—আগু—আ—আঃ—

ওমর। আহাহা! রাগ কর কেন? শোনই না।

সাকী। এর উপর আবার কি শুনব? (রোদন)—আমি অবলা, সরলা, অনাথিনী বলে আপনি আমাকে এই রকম করে অপমান কর্লেন!—আশা দিয়ে নিরাশ কর্লেন!

ওমর। আহা হা! কেঁদো না, কেঁদো না। তোমার চোখে জল দেখে আমার প্রাণটা খাবি খাচ্ছে। শোন বিজ্‌লীকে আমার একটা কাজের জন্য দরকার।

সাকী। হুঁ—কাজ! কি কাজ শুনি?

ওমর। তোমায় বলব? তুমি আবার কা'কেও বলে দেবে না তো?

সাকী। বলেই দেখুন।

ওমর। তা—তা—তোমার সঙ্গে যখন আমার ভাব, তখন তুমি বলবে না। এই—আমার দরকার—আফ্‌জলের খোঁজ নেওয়া।

সাকী। অ্যাঁ বলেন কি! (রোদন)—ও মাগো! তুমি কোথায় আছ গো! শীগ্‌গির এসো গো! আমি পেয়ে হারালুম গো!

ওমর। চুপ চুপ—এখ্‌নি গোল হবে, লোক জন এসে পড়বে। চুপ—

সাকী। ও মাগো!—

ওমর। আচ্ছা খামখা খামখা ডাক ছেড়ে কাঁদ্‌তে সুরু কর্লে কেন?

সাকী। কাঁদব না? আপনাকে সবে মাত্র পেয়েছিলুম, এখন ঝেড়ে পুঁছে ঘরে তুলিনি—এরই মধ্যে কিনা হায়! হায়! সর্ব্বনাশ হ'ল! ও মাগো! (স্বগত)—এত চেঁচাচ্ছি—মুখ পোড়ারা শুন্‌তে পাচ্ছে না! মরেছে না কি?—ও মাগো!

ওমর। আঃ চুপ কর না। কি সর্ব্বনাশটা হ'ল শুনি।

সাকী। সর্ব্বনাশের আর বাকী কি? যার নাম শুনলে লোকে প্রাণ-ভয়ে পালায়' আপনি চলেছেন তাঁকে খুঁজতে! হায় হায়। আপনার এমন চেহারা—এমন জলুস! ওঃ হোঃ হোঃ—নসীব! নসীব! আমার নসীবে আছে আণ্ডা—তা খণ্ডাবে কে? চাই আণ্ডা—আণ্ডা চাই!—

ওমর। ওরে নারে পাগলী, না। তোর কোন ভয় নাই। তার সাধ্য কি আমার কোন অনিষ্ট করে? আমি কে জানিস? এই সহরের ছোট কোতোয়াল। আমি কি তাকে গ্রাহ্য করি? একবার দেখতে পেলে হয়,—পিছমোড়া করে বেঁধে চাবুক মার্ত্তে মার্ত্তে গারদে নিয়ে গিয়ে ঢোকাব।

সাকী। বটে! বটে! বটে! এমন! তা আগে বলতে হয়। তা হ'লে তো আমার এই কান্নাগুলো মাঠে মারা যেত না। তা বিজ্‌লীকে কি দরকার, আমিই তো জানি সে কোথায় আছে।

ওমর। জান? ব্যস্—তবে আর কি! মার দিয়া কেল্লা! আর তোমার কোন ভাবনা নাই। তুমি এখন থেকেই আমার হ'লে। বল তো সে কমবক্ত্ কোথায় আছে।

[আফ্‌জল, হিম্মৎ, শের ও করিমের প্রবেশ]

আফ্‌জল। সে কমবক্ত্ এই তোমার সম্মুখে।

ওমর। অ্যাঁ! তুমি! আমি—আমি তো—কিছু—বলি নি—আমি একটু পরিহাস কচ্ছিলুম—(হাসিবার চেষ্টা)

[আফ্‌জলের ইঙ্গিতে হিম্মৎ ও সঙ্গীগণ ওমরকে মুখ বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া গেল - আফ্‌জলের প্রস্থান]

সাকী। চাই আণ্ডা—আ—আ—আঃ—

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মীর হবিবের প্রাসাদ

প্রমোদশালা

মীর হবিব, নিমন্ত্রিতগণ, পরিচারিকাগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি ।

নর্ত্তকীগণ ।— গীত ।

কর পান, কর পান, অমিয়া কর পান—
হাস সুখে ভাস, করো না মু'খানি ম্লান ।
জোছনার জোয়ারে খুলে দাও তরণী,
হের পুলক-পুরিতা ধরণী—
আজি প্রাণে মিশায়ে দাও প্রাণ,
যত দুঃখ হোক অবসান ।

কতিপয় । বাহবা ! বাহবা ! ক্যা উম্‌দা ! ক্যা উম্‌দা ।

[ওসমান ও কতিপয় নিমন্ত্রিতের প্রবেশ]

মীর হবিব । আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক,—আমার পরম সৌভাগ্য, আমার পরম সৌভাগ্য ! (পরিচারিকাকে ইঙ্গিত করিল—পরিচারিকা মদ্য পরিবেশন করিল—ওসমান ভিন্ন সকলে মদ্যপান করিল) (নর্ত্তকীগণের প্রতি) তোমরা সব নাচ গাও, সকলকে আনন্দ দান কর ।

নর্ত্তকীগণ ।— গীত ।

হামে না জগাবো, নিদিয়া না ছুটাবো রে ! মেরে প্যারে !
প্রেমকা সরাব হামে না পিলাবো—না জ্বলাবো না জ্বলাবো রে ! মেরে প্যারে !
দিল্‌কা চমনমে গুলাবোঁ কি কলিয়াঁ খিল যব যায়েগিরে—

ম্যাঞ্ মাঝে তুঝে বোলো ল্যুঙ্গি—
লালী বাহার খুস্‌বো তামাম শহদ্ কি জাম তুঝে পিলাউঙ্গি।—
যব আ'না, দিল বাহ্‌লানা,—
আভি ছাতি সে ছাতি না মিলাবে রে! (মেরে প্যারে)

সকলে। চমৎকার! চমৎকার!

ওসমান। আজ আমরা সকলে এই কামনা করি যে জনাবের নবজাত পুত্র দীর্ঘজীবি হয়ে গৌরব অর্জ্জন করুক, সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করুক, দুর্জ্জনকে শাসন করুক, সুজনকে পালন করুক।

সকলে। সাধু! সাধু!

১ম নিমন্ত্রিত। আজ আমরা জনাবের এই উৎসবে যোগদান করে পরম আনন্দ লাভ করলেম। এই উৎসবের কথা আমাদের বহুদিন স্মরণ থাকবে।

২য় নিমন্ত্রিত। নিশ্চয়! নিশ্চয়! তবে হ্যাঁ—আমরা আর একটু আনন্দের প্রতীক্ষায় রয়েছি।

মীর হবিব। কি? কি? আদেশ করুন।

২য় নিমন্ত্রিত। আজ্ঞে এমন বিশেষ কিছু না। তবে কিনা, শুনলুম আপনি নাকি বহু অর্থ ব্যয়ে খাইবার সহরের এক প্রধানা নর্ত্তকীকে এই উৎসবের জন্য নিয়োজিত করেছেন। তাকে দেখবার জন্য, তার নৃত্যগীত উপভোগ করবার জন্য আমরা সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।

মীর হবিব। নিশ্চয়! নিশ্চয়! তার আর সন্দেহ কি! আপনাদের আনন্দ দেবার জন্যই তো সে হাজির আছে। তবে হ্যাঁ, তাকে আর কষ্ট করে খাইবার সহর থেকে আন্‌তে হয়নি, এইখানেই একটু সুযোগে তাকে পাওয়া গিয়েছিল—(নিকটস্থ পরিচারিচারিকার প্রতি)—তাকে আসতে বল।

[পরিচারিকার প্রস্থান—বিজ্‌লীর প্রবেশ—বিজ্‌লী অভিবাদন
পূর্ব্বক নৃত্যগীত আরম্ভ করিল।]

বিজ্‌লী।　　গীত

পিয়া মেরে মোহনীয়ারে! যাদুভরে তেরে নয়না!
লুঠ্‌ লিয়া মেরে জীবন যৌবনা, (অব) নাহি মিলত মুঝে চ্যয়না।
বুল্‌ বুল্‌ য্যয়সি চমন্‌মে ম্যাঞ্‌থি দরিয়া পার
মিঠা খাব সে মিঠী বোলী বোলতিথি, দেখ রহিথি রঙ্গ্‌বাহার—
তূনে তীর কেঁও মারা!—রে! বিছা দিয়া কফ্‌ন্‌ শয়না
পিয়া মেরে মোহনীয়া রে! (অব) ক্যয়সে মিলে বুঝে চ্যয়না!

ওসমান। মরি! মরি! কি সুন্দর!

মীর হবিব। একি আশ্চর্য্য ওসমান, তোমার মুখে নর্ত্তকীর তারিফ্‌!

বিজ্‌লী। এরই নাম ওসমান! মরি মরি! কি সুন্দর! কি মধুর কণ্ঠস্বর!

১ম নিমন্ত্রিত। ভাল জিনিসের তারিফ্‌ কর্ত্তে সবাই বাধ্য। এরূপ সঙ্গীত আমরা কখনো শুনিনি।

২য় নিমন্ত্রিত। সত্যই এ অপূর্ব্ব! যেমন রূপ তেমনি গুণ!

[জনৈক পরিচারকের প্রবেশ—পরিচারক মীর-হবিবকে জনান্তিকে
কিছু বলিয়া প্রস্থান করিল]

মীর হবিব। আপনারা সকলে দয়া করে একবার ভোজন কক্ষে চলুন। আহারান্তে পুনরায় নৃত্যগীত আরম্ভ হবে, আপনাদের যতক্ষণ অভিরুচি আমোদ প্রমোদ চলবে।

সকলে। যে আজ্ঞে, চলুন চলুন—

[ওসমান ও বিজ্‌লী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিজ্‌লী। সবাই গেল—তুমি যে গেলে না? ওকি, আমার মুখপানে অমন করে চেয়ে আছ যে?

ওসমান। (চমক ভাঙ্গিয়া)—না—হ্যাঁ—তা—তুমি কি বলছ?

বিজলী। বল্‌ছি, সবাই গেল, তুমি গেলে না?

ওসমান। তাই তো! সবাই কোথায় গেল?

বিজ্‌লী। কেন, ভোজন-কক্ষে।

ওসমান। সবাই গেছে? তা যাক, আমি যাব না?

বিজলী। কেন?

ওসমান। তুমি যাবে?

বিজলী। না।

ওমসান। তবে আমিও যাব না।

বিজ্‌লী। সে কি! কেন যাবে না?

ওসমান। যাব না—যেহেতু—যেহেতু—

[পরিচারকবেশে হিম্মতের প্রবেশ]

হিম্মৎ। (জনান্তিকে)—এই সুযোগ।

বিজ্‌লী। (চমকিত হইয়া)—আচ্ছা, তুমি যাও।—কি বল্‌ছিলে—যেহেতু—

[হিম্মতের প্রস্থান।

ওসমান। যেহেতু—যেহেতু—তুমি—

বিজ্‌লী। আমি কি?

ওসমান। তুমি—তুমি—না কিছু না।

বিজলী। কেন বলবে না? বল না।

ওসমান। আমি যে বল্‌তে পাচ্ছি না। আমার কথা আট্‌কে যাচ্ছে। (স্বগত)—এ কি আশ্চর্য্য! আমার বুক কাঁপছে কেন? কথা

জড়িয়ে যাচ্ছে—মাথার ভিতর মনে হচ্ছে যেন সব চিন্তাগুলি একসঙ্গে তাল গোল পাকিয়ে গেছে। আমি কে? আমি ওসমান নই—এই সহরের কোতোয়াল—যে কতবার কত নরঘাতক দস্যুর সম্মুখে একাকী দাঁড়িয়েছে, কখনো যার কেশাগ্র বিকম্পিত হয়নি—যার নামে দস্যু তস্কর ভয়ে পলায়ন করে? আজ আমার একি অবস্থা! এক সামান্যা নর্ত্তকীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমি আত্মবিস্মৃত হচ্ছি! এ নারী কি যাদু জানে?—

[বিজ্‌লীর দিকে দৃষ্টি পড়িল—বিজ্‌লী এতক্ষণ একদৃষ্টে ওসমানের দিকে তাকাইয়াছিল —শির নত করিল।]

তুমি এতক্ষণ একদৃষ্টে আমার মুখ পানে চেয়ে কি দেখছিলে? শির নত কর্লে কেন?—বল, বল—কি দেখ্‌ছিলে?

বিজ্‌লী। কি জানি। বোধ হয়—একটু আগে তুমি আমার মুখপানে চেয়ে যা দেখ ছিলে—তাই। (স্বগত)—বিজ্‌লী! সাবধান! বেদুইন তুই, ব্যাঘ্রপ্রকৃতি আফ্‌জলের বাঘিনী তুই—আপন কাজ বিস্মৃত হোস নে—ঝড়ের মুখে বালুকণার মত আপনাকে হারিয়ে ফেলিস নে। (প্রকাশ্যে)—হ্যাঁ, তুমি আমাকে কি বল্‌তে যাচ্ছিলে?

ওসমান। কৈ না, আমার মনে পড়ছে না তো।

বিজলী। হ্যাঁ, কি যেন বলতে যাচ্ছিলে। বল্লে, তুমি—তুমি—তারপর আর কিছু বল্লে না।

ওসমান। হ্যাঁ মনে পড়েছে। তুমি—বড় সুন্দর।

বিজ্‌লী। (স্বগত)—তোমার চেয়ে নয়। (প্রকাশ্যে)—আর আমার নৃত্যগীত?

ওসমান। আমি কিছু দেখিনি, কিছু শুনিনি, আমি শুধু তোমায় দেখছিলেম।

বিজ্‌লী। (স্বগত)—প্রেম বটে। প্রাণ দিতে হয়, তো এমন লোকের হাতেই তুলে দিতে হয়।

ওসমান। না, যত দেখছি নেশা ততই বেড়ে যাচ্ছে। এখান থেকে চলে যাই,—এ নিশ্চয় যাদু জানে। (প্রস্থানোদ্যোগ)

বিজলী। চলে যাও কেন? আমায় একলা ফেলে কোথা যাও?

ওসমান। এ ঘরটা বড্ড গরম বোধ হচ্ছে। আমার মাথা ঘুর্চ্ছে—বাইরের খোলা হাওয়ায় না গেলে আমি সুস্থ হতে পারব না।

বিজ্‌লী। না না, তোমায় কোথাও যেতে হবে না। তুমি বোস, আমি তোমায় হাওয়া কর্চ্ছি। তা হ'লেই তুমি সুস্থ হবে।

[পুষ্প ব্যজনী তুলিয়া লইল]

ওসমান। না না আমি যাই।

বিজ্‌লী। না, তুমি যেতে পাবে না।

ওসমান। যেতে পাব না!

চিজ্‌লী। না, যাও দেখি কেমন করে যাবে? (হস্তধারণ)

ওসমান। এ কি বিহ্বলতা! এ কি মাদকতা! এর করস্পর্শে আমাকে মাতাল করে দিয়েছে। শুনেছি ফুলের গন্ধে ভ্রমর মাতাল হয়, একি তাই?

বিজ্‌লী। বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ! এর করস্পর্শে বিদ্যুৎ আছে—আমায় বজ্রাহত করেছে, শিরায় শিরায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, আমার সুপ্তপ্রাণ ক্ষুধিত তৃষিত হয়ে জেগে উঠেছে। আফ্‌জল! আফ্‌জল! পার্লুম না—আর আমার শক্তি নাই। পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে—আর তার ফেরবার শক্তি নাই।

[হিম্মতের পুনঃ প্রবেশ]

হিম্মৎ। এই যে কাজ অনেকটা এগিয়ে এনেছে। কিন্তু আর তো দেরী

করা চলে না। (একপদ অগ্রসর হইয়া)—না, এখন বাধা দেওয়া হবে না। আর একটু দেখি—(প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান)

[বিজ্‌লী ও ওসমান পরস্পরের অতি নিকটে দাঁড়াইয়া আছে—পরস্পরের বক্ষ ও ওষ্ঠ প্রায় স্পর্শ করে—পরস্পরের উষ্ণ নিঃশ্বাস পরস্পরের গণ্ডে আসিয়া লাগিতেছে]

হিম্মৎ। এ কি প্রেমের অভিনয় ? না সত্যই প্রেম ? অভিনয় যদি হয় বড় চমৎকার অভিনয় কিন্তু ! এ অভিনয় যে শীঘ্র শেষ হবে এমন তো বোধ হচ্ছে না। এদিকে রাত্রিও শেষ হ'য়ে আস্‌ছে। আর তো দেরী করা কোনমতেই চলে না। নাঃ—আমি যাই—আফ্‌জলকে খবর দি'গে—তারপর সে যা জানে করুক।

[প্রস্থান।

ওস। না, আমি যাই।

বিজ্‌লী। তুমি যাবে,—আর আমি ?

ওস। তুমি ?—পারবে কি ?

বিজ্‌লী। কি ?

ওস। কেমন করে বলব ?—

বিজ্‌লী। কেন বলবে না ? বল—

ওস। আমার ঘরে চল।

বিজ্‌লী। কেমন করে যাব ?

ওস। কেন ?

বিজ্‌লী। আমি যে নৰ্ত্তকী। আমার অতীত আছে তিক্তবিষাক্ত পুতিগন্ধময়,—বর্ত্তমান আছে আশাহীন প্রাণহীন জ্বালাময়,—আর

ভবিষ্যত আছে অমানিশার গভীর জমাট অন্ধকার।—তার অন্তরালে কি আছে কেমন করে জানব ?

ওস। না না প্রিয়ে, তা নয়। অতীত সে অতীত—তাকে মুছে ফেলে দাও। তাকে বাঁচিয়ে রাখবার কোন প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান সুন্দর রমণীয় শ্যামল স্নিগ্ধ নির্ঝর-সেবিত উপবন—আর ভবিষ্যৎ স্বর্গের সোপান।

বিজ্‌লী। তাই বলে তুমি জানতে চাও না, আমি কে বা কি ?

ওস। কোন প্রয়োজন নাই। এসো আমার আঁধার ঘর আলো করবে চল।

বিজ্‌লী। সেখানে আর কে আছে ?

ওস। কেউ নাই। শূন্য—শূন্য—তুমি গিয়ে পরিপূর্ণ কর্‌বে।

বিজ্‌লী। তোমার রক্ষিতা রূপে ?

ওস। না, আমার ধর্ম্মপত্নী রূপে।

বিজলী। না, না, আমি তোমার বাঁদী—একটী মুখের কথার বাঁদী। চল, কোথায় নিয়ে যাবে।

ওস। আমি যাই, শেখ সাহেবকে বলে আসি। আজ এইখানেই বিবাহ হবে। তুমি একটু একলা থাক—আমার দেরী হবে না।

[প্রস্থান।

[হিম্মতের পুনঃ প্রবেশ]

হিম্মৎ। বিজ্‌লী!—

বিজ্‌লী। কে ? হিম্মৎ!—শোন—বিজলী মরেছে—তুমি আফ্‌জলকে গিয়ে বল, আজ আমার বিবাহ। সে যেন কোন বাধা উৎপাদন না করে। এখানকার সম্বন্ধে তার আজকের অভিপ্রায় যেন পরিত্যাগ করে।

হিম্মৎ। তুমি কি বলছ ?

বিজ্‌লী। আমি ঠিকই বলছি　তোমায় যা বলছি তাই কর

হিম্মৎ। আচ্ছা।

[প্রস্থান।

[মীর হবিব, ওসমান—পশ্চাতে গোলমাল করিতে করিতে নিমন্ত্রিতগণ, নর্ত্তকীগণ, পরিচারক পরিচারিকাগণ প্রভৃতির পুনঃ প্রবেশ]

ওস। জনাব, আমি এই নর্ত্তকীকে বিবাহ করব। আপনি অনুমতি দিন।

মীর হবিব। সে কি ওসমান !

ওস। জনাব, জানেন তো আমি সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলি না। আমি অঙ্গীকার করেছি একে বিবাহ করব।

মীর হবিব। ওসমান, তুমি আমার পুত্রস্থানীয়। তুমি ছেলেমানুষ নও, নিজের ভালমন্দ বোঝ। তুমি যে এতদিন পরে তোমার চিরকুমার ব্রত ভঙ্গ করে বিবাহ কর্ত্তে প্রস্তুত হয়েছ, এতেই আমার পরম আনন্দ হচ্ছে। তুমি কা'কে বিবাহ কর্চ্ছ—কেন বিবাহ কর্চ্ছ—সে বিচার তুমি করবে। আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও, দু'জনে মিলে দুনিয়ার বেহেস্ত্‌ তৈরি কর। ওরে—কে আছিস—মোল্লা ডাক—মোল্লা ডাক। ওরে তোরা আনন্দ কর, নাচ, গা—স্ফূর্ত্তির তুফান তুলে দে—আজ ওসমানের চিরকুমার ব্রত ভঙ্গ হয়েছে।

১ম নিমন্ত্রিত। তাহ'লে ওসমান মিঞা, নারীর প্রতি আর তোমার অশ্রদ্ধা নাই ?

২য় নিমন্ত্রিত। বৃক্ষের পরিচয় ফলে, আর মনের পরিচয় কার্য্যে।

মীর হবিব। ওসব বাজে কথা ছেড়ে দাও। সকলে আনন্দ কর।

[জনৈক পরিচারক একটী সিন্দুক লইয়া প্রবেশ করিল]

পরিচারক। জনাব, একটা মুটে এই সিন্দুকটা দিয়ে গেল। বলে গেল—আপনার বিবাহে আপনার কোন বন্ধুর প্রীতি-উপহার।

ওস। কে বন্ধু ? কোন নাম বল্লে না ?

পরিচারক। না জনাব।

ওস। সিন্দুক খোল, দেখা যাক কি আছে।

[পরিচারক সিন্দুক খুলিল—সিন্দুকের ভিতর হইতে ভল্লুক বেশে ওমর বাহির হইল]

সকলে। ওরে বাপ্‌রে ! (ইতস্ততঃ পলায়ন)

ওমর। আমি ওমর—আমি ওমর—

সকলে। বাপ্‌রে !—(ওসমান ও বিজ্‌লী ব্যতীত সকলের পলায়ন)

ওমর। (ওসমানের নিকট অগ্রসর হইয়া) জনাব ! আমি ওমর—আমি ওমর—

ওসমান। ওমর !—(ওমরের ছদ্মবেশ মোচন) তোমার একি অবস্থা ?

ওমর। আফ্‌জল—আফ্‌জল—উঃ পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে—জল জল—(তাড়াতাড়ি একটা পানপাত্র তুলিয়া নিঃশেষ করিল)

ওস। আফ্‌জলের কথা কি বলছিলে ?

ওমর। সে এইখানেই ছিল—আমার এই হাল করেছে।

ওস। এখন সে কোথায় ?

ওমর। চলে গেছে। বলে গেছে—সময়ান্তরে আপনার সঙ্গে দেখা করবে।

ওস। (বিজ্‌লীর প্রতি)—তুমি অমন কর্চ্ছ কেন ?

বিজ্‌লী। না, কিছু না—বড্ড গরম, তাই।

[বাহির হইতে কয়েকজন উঁকি মারিয়া দেখিয়া ভয়ে ভয়ে গৃহে প্রবেশ করিল]

মীর হবিব। ব্যাপার কি ? সে ভল্লুক কোথায় ?

ওস। (ওমরকে দেখাইয়া সহাস্যে)—এই—

মীর হবিব। ওঃ তাহ'লে রহস্য ! বেশ—বেশ !—

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

১ম নিমন্ত্রিত। আহাহা, গানটা হ'তে হ'তে র'য়ে গেছে—

২য় নিমন্ত্রিত। এইবার হোক,—কৈ গো তান তোল—

নর্ত্তকীগণ　　　গীত

বিছায়ে দাও সখী কুসুম শয়ান—
আজি মিলিল পরাণে পরাণ !
বিভোরে হেরে দোঁহে দোঁহারে,
আধ নিমীলিত নীলিম নয়ান ॥
কণ্ঠে ফুরায়ে গেছে ভাষা,
অধরে বাড়িছে পিয়াসা,
প্রেম-দরিয়ায় ছোট বান !
চঞ্চল অঞ্চল ধরণী লুটাওল,
টুটল সরম মান ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ওসমানের বাটীর কক্ষ—

সাকী ও বিজ্‌লী

সাকী —
গীত

সাঁঝের ঝোঁকে, দরিয়ার বাঁকে, বড়
অসময়ে হয়েছিল দেখা,
তাই ছায়ার বুকে তারার ছটায় লিখে
গেছে ছলার লেখা।
নূতন কলি ফোটে ফোটে তবু ফোটেনা—
ভ্রমরা আসে ছুটে, মধু তার নেয় লুঠে,
তবু তার নেশা টুটে না।
ছলায় মজায়ে চলে যায়, রেখে যায়
চুম্বন রেখা।
তাই বুঝি আমারে সে ফেলে গেছে একা।

বিজ্‌লী। দূর! ওকি গান! একটা খুব ফূর্ত্তির গান গা।

সাকী। আচ্ছা দিদিমণি, তোমার প্রাণটা যেন সুখের নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছে—নয়?

বিজ্‌লী। এ যে কি সুখ রে, তা তোকে মুখের কথায় কেমন করে বোঝাব? এর পরিমাণ নাই, ওজন নাই,—এ যেন সুখের দরিয়া, কুল কিনারা নাই। নেশার কথা বলছিস?—এ নেশায় মানুষকে দুনিয়া থেকে বেহেস্তে নিয়ে যায়, ইন্‌সান্‌কে ফরিস্তা করে দেয়, আসমান জমীনের তাফাৎ ঘুচিয়ে দেয়।

সাকী। বাঃ! বাঃ! তা হলে তো ভারি চমৎকার ব্যাপার! আচ্ছা বলতে পার, এতে মানুষের ডানা গজায়? পাখীর মত যেখানে সেখানে উড়ে বেড়ান চলে?

বিজ্‌লী। তা জানি না। তবে আস্‌মানে সাঁতার কাটছি, কি জমীনের উপর হেঁটে বেড়াচ্ছি. তা বড় একটা বুঝতে পারা যায় না।

সাকী। ওঃ! খামখা খামখা কাইকুতু লাগে বুঝি?

বিজ্‌লী। কিসে বুঝলি?

সাকী। কেন, তোমার কথা শুনে আমার যে কাইকুতু লাগছে। আর কি মনে হচ্ছে জান? মনে হচ্ছে, কেউ যেন আমার চুলের মুঠী ধরে ক্রমাগত শূন্যের উপর ঘুরপাক দিচ্ছে।

বিজ্‌লী। বল্লুম তো, এ জিনিস মুখের কথায় বলে বোঝান যায় না।

সাকী। ও আমি বুঝে নিয়েছি। আর তোমাকে বোঝাতে হবে না। আচ্ছা দেখ, আফ্‌জলকে আর তোমায় মনে পড়ছে না – না?

বিজ্‌লী। এক একবার মনে পড়ছে, আর তার জন্য আপশোষ হচ্ছে।

সাকী। কেন কেন? আপশোষ হচ্ছে কেন? তুমি কি সব বলে দিয়েছ নাকি? তাকে ধরবার আয়োজন হচ্ছে বুঝি?

বিজ্‌লী। না রে পাগলী তা নয়। আপশোষ হচ্ছে এই ভেবে, যে সে বড় অভাগা। এ সুখের সন্ধান জীবনে পেলে না। তার জীবনটাই বিফল হয়ে গেল।

সাকী। তা হলে তো আমার জীবনটাও বিফল হয়ে গেল। আর আমার মিন্সের জীবনটা—আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ! সে যেন মনে হচ্ছে সত্যিকার একটা ঘসা পয়সার মত—নেহাৎই বাজে। তা হ’লে কি করা যায় বল তো?

বিজ্‌লী। পারিস যদি, তাকে ও রাস্তা থেকে ফেরা। আর এরকম উড়ে উড়ে বেড়াস নে—সংসার পেতে ঘরকন্না কর।

সাকী। দিন চলবে কিসে ?

বিজ্‌লী। হিম্মৎকে মজুরী মেহনৎ কর্ত্তে বল, আর আমি তোকে যা মাইনে দেব তাতে তোদের দু'জনার সুখে দিন চলবে—পয়সার অভাব হবে না।

সাকী। তাই করব, দিদিমণি তাই করব। আজই তা'কে বলব। খোদা তোমার আরো ভাল করুন, শীগ্‌গির শীগ্‌গির তোমার কোলে একটী রাঙ্গা টুকটুকে খোকা দিন, আমি তাকে সোনার ঝিনুকে করে দুধ খাওয়াই। এই যে মিঞাসাহেব আসছেন—আমি পালাই।

[সাকীর প্রস্থান—ওসমানের প্রবেশ]

ওসমান। জানী !

বিজ্‌লী। প্যারে !

ওসমান। আমি হিসাব কচ্ছিলেম ?

বিজ্‌লী। কিসের ?

ওসমান। তুমি আমায় কি দিয়েছ, তার।

বিজলী। কি দিয়েছি প্রিয়তম ?

ওসমান। তোমাকে পাবার আগে দুনিয়াটা ছিল আমার কাছে একটা প্রকাণ্ড কারখানা—যেখানে শুধু কতকগুলি কঠোর আইন কানুনের শাসনে দিনরাত কাজ হত, কাজের চাপে মানুষ ত্রাহী ডাক ছাড়ত, অথচ লোহার বাঁধনে আবদ্ধ—একচুল নড়বার যো ছিল না—শুধু কাজ আর কাজ—এতটুকু কোমলতা সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য তার মধ্যে ছিল না। আর আজ আমি দেখছি পৃথিবী সুন্দর, বুকখানি তার শান্ত

কোমল মধুর, চারিধারে রূপের উৎস, প্রেমের উৎস ফুটে রয়েছে, আর মানুষের প্রতি কার্য্যে, প্রতি কথায়, প্রতি অঙ্গ সঞ্চালনে তার ছায়া ফুটে উঠেছে। তুমি আমায় দিয়েছ এই তিনটী জিনিস—কোমলতা সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য। এ ছাড়া মানুষের জীবনে আর যে কি দরকার আছে তা তো জানি না।

বিজ্‌লী। আর তুমি আমার কি করেছ জান? তুমি পরশমণি,—আমি এক টুকরা আবর্জ্জনা পথের ধূলোয় পড়েছিলেম, তোমার পরশে আমায় সোনা করেছ। কি দিয়েছ জান? আত্মসম্মান—সম্রাটের মুকুটের চেয়েও যা মূল্যবান—যার সঙ্গে জীবনে কখনো পরিচয় ছিল না, পরিচয় হ'ত না। তার বিনিময়ে আমি তোমায় দিয়েছি এই পঙ্কিল প্রাণ—আর তো কিছুই দিই নি। কি দেব? আমার যে কিছু নাই—আমি যে বড় নিঃস্ব, বড় দীন।

ওসমান। না না প্রিয়তমে তুমি আমার হৃদয়-সিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী সাম্রাজ্ঞী।

বিজ্‌লী। না না নাথ, আমি তোমার জন্ম জন্মান্তরের কেনা বাঁদী।

[শশব্যস্তে সাকীর প্রবেশ]

সাকী। হুজুর! হুজুর! শেখ সাহেব এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে।

ওসমান। নিয়ে আয়—নিয়ে আয়—তাঁকে সসম্ভ্রমে এইখানে নিয়ে আয়—আচ্ছা আমিই যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

বিজ্‌লী। সাকী, আয় আমরা আড়ালে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

[মীর হবিবকে লইয়া ওসমানের পুনঃ প্রবেশ]

ওসমান। আসুন আসুন—আসতে আজ্ঞা হোক।

মীর হবিব। ওসমান!

ওসমান। জনাব!

মীর হবিব। বেদুইনরা আবার খাজনা লুঠ করেছে। পাছে গোল হয়, এজন্য লোক দিয়ে সংবাদ না পাঠিয়ে আমি নিজে এসেছি।

ওসমান। খাজনা লুঠ করেছে!

মীর হবিব। হ্যাঁ ওসমান। তারা মনে করেছে আমরা একেবারে অকর্ম্মণ্য, তাই আমাদের আর গ্রাহ্য ক'র্চ্ছে না। এ তো তোমার পক্ষে গৌরবের কথা নয়। (ওসমান নতশিরে নিরুত্তর)—আফ্‌জল কোথায় ওসমান?

ওসমান। সহরে নাই নিশ্চয়—অন্ততঃ আজ মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না। কেন জনাব? তাকে সন্দেহ করবার কি কোন কারণ ঘটেছে?

মীর হবিব। জানি না। শোন ওসমান, আমি চাই—তুমি যে করেই হোক দু' একদিনের মধ্যে অপরাধীদের গ্রেপ্তার কর। তারপর দেখব বেদুইনদের এই অত্যাচার দমন করা যায় কি না।

ওসমান। জনাব. আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলেম।

মীর হবিব। উত্তম। তাহলে আমি এখন চল্লুম। আপাততঃ আমার আর কিছু বলবার নাই। তুমি অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসবে আমি সেই প্রতীক্ষায় থাকব।

[ওসমান অভিবাদন করিল—মীর হবিবের প্রস্থান—বিজ্‌লী ও সাকীর পুনঃ প্রবেশ]

ওসমান। ফিরোজা, আমি এখনি বাইরে যাব। বিশেষ কাজ আছে। রাত্রিতে ফির্ত্তে পারব কি না জানি না। বোধ হয় পারব না। যদি

না ফিরি তুমি ভেবো না। ওমর তোমাদের খবরদারীতে থাকবে। আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

বিজলী। বেদুইনরা আবার খাজনা লুঠ করেছে—এর মানে কি সাকী?

সাকী। মানে তো পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে—আফ্‌জল নইলে এত সাহস আর কার?

বিজলী। (কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া)—সাকী, তোর সঙ্গে হিম্মতের দেখা হয়?

সাকী। রোজ দেখা হয়। লজ্জার কথা বলব কি দিদিমণি, সে পোড়ার মুখ না দেখে যে থাকতে পারি না।

বিজলী। আমার সঙ্গে আয়। আমি তোকে গোটাকত গোপন কথা বুঝিয়ে বলে দেব, তুই তাকে গিয়ে বলবি। আর বিশেষ করে বলবি, যাতে আফ্‌জলের সঙ্গে আমার একবার দেখা হয় তার ব্যবস্থা কর্ত্তে।

সাকী। সে কি দিদিমণি! তুমি আফ্‌জলের সঙ্গে দেখা করবে কি! না না, অমন কাজ করো না,—সে তোমাকে প্রাণে বাঁচতে দেবে না।

বিজলী। সাকী, তুই ভুলে যাচ্ছিস,—আমিও বেদুইন,—আফ্‌জলকে আমি ভয় করি না তোকে যা বলি শোন—আয়।—

[বিজলীর প্রস্থান।

সাকী। চল যাচ্ছি। নাঃ রকমটা বড় জুত্‌সই লাগছে না তো। এখন করা যায় কি?

[বিপরীত দিক হইতে ওমরের প্রবেশ]

ওমর। কি গো! আমায় চিনতে পার?

সাকী। উঁহু!—ও বাবা! এ যে সেই মূর্ত্তি!

ওমর। বেশ ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি।

[বিশেষ ভঙ্গীতে দাঁড়াইল।

সাকী। উঁহুঁ।

ওমর। ও পার বৈকি!

সাকী। তবে পারি।

ওমর। কিসে?

সাকী। হুজুরের লম্বা লম্বা কান দেখে।

ওমর। তা নয়, কোথায় আমায় দেখেছ বল দেখি?

সাকী। কেন এই যে একটু আগে দেখে এলুম আপনি কালিমদ্দি ধোবার কাপড়ের ছালা বয়ে চলেছেন।

ওমর। কি! তুমি আমায় গাধ বল!

সাকী। কৈ না, এখনো বলি নি তো।

ওমর। তুমি জান আমি কে?

সাকী। আজ্ঞে না। আমি এই সবে দু'দিন মাত্র বিবিসাহেবার কাজে বাহাল হয়েছি—তবে ক্রমশঃ পরিচয় হবে এমন একটু আশা রাখি বৈকি!

ওমর। তুমি একটা সাধারণ বাঁদী। তোমার এরূপ উচ্চাশার কারণ?

সাকী। কারণ ওইযে বল্লুম—আপনার লম্বা লম্বা কান। আমি কিঞ্চিৎ প্রেমিকা কিনা, তাই প্রেমিক দেখলেই চিনতে পারি।

ওমর। (নিজের কর্ণ পরীক্ষা করিয়া)—প্রেমিকদের কি লম্বা কাণ থাকে নাকি?

সাকী। আজ্ঞে কারু কারু জন্ম থেকেই থাকে, আর যাদের না থাকে তাদেরও রমণীর কোমল করস্পর্শে লম্বা হতে দেরী হয় না। এই ধরুন না, যদি আপনার সঙ্গে পরিচয় আমার নসীবে থাকে, তবে দেখতে

পাবেন—পোনের দিন যেতে না যেতেই আপনার কাণদু'টী এর দেড়া লম্বা হয়ে যাবে।

ওমর। আচ্ছা, কেন বল দেখি লম্বা কাণের দিকে তোমার এত ঝোঁক?

সাকী। হুজুর জানেন না তো, কাণ লম্বা হলে প্রেমিকের চেহারার চটক কেমন খোলে! যা'র যা। মৌলবীর বাহার দাড়ীতে, জঙ্গী জোয়ানের বাহর গোঁফে, বড়লোকের বাহার ভুঁড়ি এবং টাকে আর প্রেমিকের বাহার লম্বা কাণে।

ওমর। বটে! বটে! বটে! তাহ'লে তুমি বলতে চাও, যে আমার কাণদু'টী যদি আর একটু লম্বা হ'ত, তবে প্রেমিকা মাত্রেই আমার সঙ্গে প্রেম কর্ত্তে ইচ্ছুক হ'ত?

সাকী। নিশ্চয়! তাতে আর সন্দেহ আছে?

ওমর। আচ্ছা কি কর্লে কাণ লম্বা করা যায় বলতো?

সাকী। আজ্ঞে সেটা একটা গুপ্ত কৌশল—অম্নি শুধু হাতে বলা যায় না—ওস্তাদের নিষেধ আছে।

ওমর। ওঃ তাই নাকি! আচ্ছা এই নাও। (মুদ্রা প্রদান—সাকী মুদ্রাটী পরীক্ষা করিয়া রুমালে বাঁধিল)—এইবার বল।

সাকী। সে কৌশলটী হচ্ছে—প্রত্যহ সকালে তিনবার আর বিকালে দুইবার, এই পাঁচবার, প্রত্যেক বারে আধঘণ্টা ধরে খুব জোরে মর্দ্দন।

ওমর। বটে! তা পাঁচবার কি? আমি সারাদিনই মর্দ্দন করব—এখন থেকেই সুরু কল্লুম। (নিজের কর্ণমর্দ্দন)

সাকী। আহা! এমন নইলে প্রেম! তাহলে সেলাম সাহেব—আমি চল্লুম।

ওমর। দাঁড়াও। শোন—তুমি আমাকে চিনতে পার্চ্ছনা—আমি কিন্তু তোমায় চিনেছি। তোমার মনে পড়ছে না?—সেই যে তুমি রাস্তায়

আঙুা বিক্রী কচ্ছিলে—তোমাব সঙ্গে আমাব ভাব হ'ল—আমি বিজ্‌লীর কথা আফ্‌জলের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—তারপর একটা দুর্বিপাক ঘটে সব ভেস্তে দিলে ?

সাকী। আজ্ঞে আপনি কি বলছেন ?—আঙুা—দুর্বিপাক—আফ্‌জল বিজ্‌লী—আমি তো কিছুই বুঝতে পার্চ্ছিনা।—ওঃ বুঝেছি,—আপনি ধারে আঙুা চেয়েছিলেন বুঝি ?—তাই—

ওমর। যাক্ গে সে কথা। তোমার যখন মনেই পড়ছে না, তখন সে কথায় আর দরকার কি। এখন একটা কথা খোলসা করে বল দেখি, বিবি সাহেব তো এলেন এই হালে—তারপর বাড়ীতে এতগুলি বাঁদী থাকতে কাউকে পছন্দ হ'ল না—লোক পাঠিয়ে খুঁজে পেতে তোমাকে ধরে আনবার মানেটা কি ?

সাকী। তা—তা—এই আমি—আগে বিবি সাহেবের কাছে কাজ কর্তুম কিনা—তাই—এই আমাকে তাঁর ভারি পছন্দ কিনা—তাই—(স্বগত)—ওরে ব্যাটা গাধা কা দুম্, তোমার তালে ঠিক আছে ! আচ্ছা দাঁড়াও আমিও বেদুইনের মেয়ে। একবার তোমাকে ভাল্লুক সাজিয়ে রেহাই দিয়েছি, এবার তোমার নাকে দড়ি দিয়ে বস্তা বইয়ে তবে ছাড়ব।

ওমর। তা তোমাকে পছন্দ হবে বৈকি ! তোমাকে একবার যে দেখেছে, একবার যে তোমার সঙ্গে কথা কয়েছে সেই তোমায় পছন্দ করবে।

সাকী। আজ্ঞে আপনার মেহেরবাণী ! আপনার মেহেরবাণী !—(স্বগত) —ওঃ আবার চোমড়ান হচ্ছে।

ওমর। তারপর শোন। আমি বেদুইনপাড়ায় গিয়েছিলেম বিজ্‌লীর আর আফ্‌জলের খোঁজ কর্ত্তে। শুনলেম শেখ সাহেবের বাড়ীর মাইফেলের দিন সকালবেলা পর্য্যন্ত সবাই বিজ্‌লীকে দেখেছে—তারপর

থেকে আর তার কোন খোঁজ নাই। আফজল ও সেই থেকে উধাও।—এর মানে কি ?

সাকী। আজ্ঞে আমি কি করে বলব ? আমি গরীব দুঃখী দাসী বাঁদী মানুষ, টুটো ফাটা একটা খসম নিয়ে ঘর করি,—আপনাকে প্রেমিক দেখে আপনার উপর একটু পড়তা হয়েছি—তার বেশী কেমন করে জানব ? বিজ্‌লী, আফ্‌জল—এদের আমি মোটে চিনি না। কখনো নামই শুনি নি। হ্যাঁ সাহেব, এরা কারা ?

ওমর। দেখ তুমি সাদা কথা কইছ না। তুমি জান, আমি এ সহরের ছোট কোতোয়াল। আমার সঙ্গে ভাব রাখলে তোমার লাভ বৈ লোকসান নাই।

সাকী। (কাঁদ কাঁদ হইয়া)—আমি তো ভাব রাখতে চাই,—আপনি আমল দিচ্ছেন কৈ ? এই তো দিব্বি জমে উঠেছিল,—আপনিই তো কতকগুলি বাজে ফ্যাকড়া তুলে গোল পাকিয়ে দিচ্ছেন।—(রোদন) —আমি গরীব,—আমি দেখতে বিশ্রী,—নাচতে জানি না, গাইতে জানিনা,—আপনি বড় লোক,—আমার সঙ্গে আপনি ভাব করবেন কেন ? (অশ্রুমোচন)

ওমর। কাঁদছ ! আহাহা ! কেঁদো না। আমার ভুল হয়েছে—তুমি কিছু মনে করো না। দেখ, প্রেম কর্ত্তে গেলে ও রকম ভুল চুক হয়। এখন এসো, তুমি কি কাজে যাচ্ছিলে না ?—তাই যাও। এরপর আমি তোমায় খুঁজে নেব।

সাকী। (ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল)—হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ—তা তা—খুঁজে নেবেন তো ?

ওমর। নিশ্চয় নিশ্চয়।

সাকী। তবে আসি,—সেলাম।

ওমর। সেলাম।

সাকী। (স্বগত)—আচ্ছা, ঠাহ্‌রো বেটা বান্দরকা তুম্—

[প্রস্থান।

ওমর। ছুড়ী দেখতে মন্দ নয়—কিন্তু বড় স্যাঁৎ সেতে, পান্সে। সেবারেও যেমন এবারেও তেমনি—চোখের জল যেন সাধা, হুকুমে আসে হুকুমে যায়। আমাকে নিতান্তই লম্বকর্ণ ঠাউরেছে। তা এক রকম মন্দ নয়,—কাজের সুবিধা হবে। এখন কথা হচ্ছে বিজ্‌লী গেল কোথায়? বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা হয় নি তো? দেখতে হ'ল।

[ওমরের প্রস্থান—বিজলীর প্রবেশ]

বিজ্‌লী। আফ্‌জল! আফ্‌জল! আর কেন, এইবার শোধরাও। আমি চাই—তুমি বাঁচ, জীবনটাকে উপভোগ কর, পার্থিব সুখ শান্তির পরিপূর্ণ পেয়ালা তোমার মুখের কাছে,—ভুল করে তাকে দূরে নিক্ষেপ করো না।

[পশ্চাতে ওমরের প্রবেশ]

ওমর। বিজ্‌লী!

বিজ্‌লী। (চমকিয়া)—কে! বিজ্‌লী—বিজলী কে?

ওমর। চেন না কি? জান না কি?

বিজ্‌লী। না। কৈ, মনে পড়ছে না তো।

ওমর। মনে পড়ুক আর না পড়ুক, শোন—আফ্‌জল এইমাত্র ধরা পড়েছে।

বিজ্‌লী। (কাঁপিতে কাঁপিতে)—আফ্‌জল—ধরা পড়েছে!—

ওমর। কেন? তোমার তা'তে কি? তুমি তো বিজ্‌লী নও। (বিজ্‌লী নিরুত্তর)—শোন আফ্‌জল ধরা পড়ে নি। তবে তার

ধরা পড়া না পড়া তোমার হাত। আরো শোন। আমি ওমর। তুমি আমায় চেন। আমিও তোমায় চিনেছি। চালাকী করে আমার কাছে পার পাবে না। কোতোয়াল সাহেব কে বলে তোমায় ধোঁকার টাটী আমি এখুনি ভূমিসাৎ করে দিতে পারি। কিন্তু তা আমার অভিপ্রায় নয়। তুমি মনের মত বড়লোক খসম পেয়েছ, টাকাকড়ি গয়নাগাটীতে রাজার ঐশ্বর্য্য লুঠে নিচ্ছ—নাও, আমার আপত্তি নাই। তোমার আফ্‌জল যদিও আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেনি, তবু সে ও বাঁচুক—আমার আপত্তি নাই। আমি শুধু চাই, তোমরা আমার সঙ্গে আপোষে মেটাও—একটা রফা কর।

বিজ্‌লী। তুমি কা'কে কি বলছ ?

ওমর। আমি ঠিক লোককে ঠিক কথা বলছি। দুনিয়ার যত কিছু মজা তোমরা লুঠবে আর আমি দেখে শুনে চুপ করে থাকব এত বড় বে-অকুফ আমি নই। আমি বখরা চাই।

বিজ্‌লী। খবর্দ্দার ওমর। (ছুরিকা উদ্যত করিল)

ওমর। খবর্দ্দার বিজলী ! (পিস্তল উদ্যত করিল)

বিজ্‌লী। তুমি কি চাও ?

ওমর। আমি শুধু চাই টাকা। আমি জুয়ায় আর মদে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি। কিছু টাকা না হ'লে আমার কোন মতেই চলছে না। তা আপাততঃ তোমার ওই হার ছড়াটা পেলেই এখনকার মত চলে যাবে।

[বিজ্‌লী কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া গলার মুক্তাহার উন্মোচন করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিল—ওমর স্মিতমুখে তাহা কুড়াইয়া লইল]

ওমর। সেলাম।

[অভিবাদনপূর্ব্বক প্রস্থান—বিজলী কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রহিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বেদুইনপল্লী—পথ

নারীগণ। গীত

করি রং বেরংয়ের মিহি সুতোর কাজ,
তুলি লতাপাতা ফুল,—
রং বেরংয়ের কত পাখী তার নাইক সমতুল।
মোদের ছুঁচের মুখে ফেটে পড়ে কত
ডালিম বেদানা,
ওড়নার আঁচলে বসাই তারার হাট,—
কত চাঁদ করে আনাগোনা!
আবার ঝড়ের আগে ওড়াই তুলো,
নজরে হয় ভুল—
কে দেবে তার মুল? তার নাইক সমতুল॥

[নারীগণের প্রস্থান।

[সাকী ও হিম্মতের প্রবেশ—সাকী অভিমান ভরে চলিয়া যাইতেছে, হিম্মতের সহিত কথা কহিতেছে না, তাহাকে আমল দিতেছে না]

হিম্মৎ। তুই এত অবুঝ কেন বল দেখি? তুই যদি এমন কথায় কথায় অভিমান করিস, তবে তোকে নিয়ে ঘর করি কি করে বল দেখি?

সাকী। আমাকে নিয়ে ঘর করবার তোমার দরকার কি? তোমার মদ আছে, ডাকাতের দল ইয়ার বন্ধু আছে, তাদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে লোকের মাথায় লাঠী মারা আছে, পয়সাওয়ালা ভালমানুষ দেখতে

পেলে তার গলায় ছুরি দেওয়া আছে—এই সব করে যদি বা একটু সময় পাও, তো ফোচ্‌কে ছুঁড়ীদের নিয়ে ইয়ার্কি দেওয়া আছে—ঘর করবার তোমার ফুরসুৎ কৈ ?

হিম্মৎ। আচ্ছা, আগে তো তুই এ রকম ছিলি না। কোথাও লুঠ তরাজের নাম শুনলে তোর প্রাণটা ফুর্ত্তিতে নেচে উঠত। আমার বন্ধুদের তুই কত খাতির কত্তিস, কত যত্ন কর্ত্তিস,—আর এর মধ্যে তোর কি হ'ল যে একেবারে ভালমানুষ হয়ে পড়লি ?

সাকী। চিরদিনই কি লোকের একরকম যায় নাকি ? তুই তো জানিস—আমার বাবা জোয়ান বয়সে সারা দিনরাত মদ খেতো,—আর হেন কুকাজ নেই যে না করেছে। এক একদিন মাকে ধরে যা মার্ত্ত, দেখে আমারই ইচ্ছা হ'ত—দি' বাবারই মাথায় এক ঘা মুগুর বসিয়ে। তারপর মা মরে যেতে, আমার সেই বাবা নিজে মদ ছোঁয়া তো চুলোয় যাক, কাউকে খেতে দেখলে কত উপদেশ দিত। মরবার সময় আমায় কি বলে গেছ্‌ল জানিস ? বলেছিল—"ওরে ফুরফুরি, যত দিন বাঁচবি সোজা পথে চলিস। বাঁকা পথে সুখ নাই—আমি নিজে দেখেছি।"—তাই তো তোকে এত করে বলি—ওসব রাস্তা ছেড়ে দে। ঢের তো করে দেখলি,—যে ভুখা ফকির, সেই ভুখা ফকির। আর কেন ? এইবার ভালমানুষ হয়ে বোস্‌, মজুরী মেহনৎ কর—আমিও দিদিমণির কাছে চাকরী কর্চ্ছি—দু'জনায় বেশ থাকব। তারপর খোদার মর্জ্জি হ'লে দু'একটা ছেলেপুলেও হতে পারে—ব্যাস্‌, আর চাই কি ? তা তুই তো ভাল কথার লোক নোস,—আমার সল্লা শুনবি কেন ? কোথাকার জাহান্নমের সব দোস্ত্‌ জুটেছে—নিজেরাও সুখে থাকবে না, দুনিয়ার লোককেও সুখে থাকতে দেবে না। তারা যা বোঝাবে তাই তুই বুঝবি—মাথায় গোবর পোরা থাকলে যা হয়।

হিম্মৎ। হুঁ, আমি বুঝেছি।—বিজ্‌লীই তোর মাথাটা খেয়েছে। নিজেও উচ্ছন্ন গেছে, তোকেও সঙ্গে টানবার ফিকিরে আছে।

সাকী। কেন? সে কি অন্যায়টা করেছে? আফ্‌জল তো তাকে ভালবাসত কত? তোর সঙ্গে তবু আমার সাদী হয়েছে,—আফ্‌জলের সঙ্গে দিদিমণির তাও হয় নি। আর হবে কোত্থেকে! তার কি তা মৎলব ছিল? তার মৎলব ছিল, দিনকত ফুর্ত্তি করে তা'কে দিয়ে কাজ বাগিয়ে নিয়ে শাসটুকু চুষে খেয়ে ছোব্‌ড়াটা দূর করে টেনে ফেলে দেবে। দিদিমণির বরাৎ ভাল, সে বেঁচে গেছে। মনের মত খসম,—টাকাকড়ি, দাসী নফর,—মানুষ যা যা চায়, সবই পেয়েছে। তার অভাব কিসের?

হিম্মৎ। গুষ্টীর মাথা পেয়েছে। আফ্‌জলের সঙ্গে তার একবার মুখোমুখী দেখা হলে হয়,—একটা ছোরার ঘায়ে বাছাধনকে একেবারে দরিয়া-পারে পৌঁছে দেবে। তখন কোথায় থাকবে তার খসম, আর কোথায় থাকবে ধন দৌলৎ দাসী নফর। আফ্‌জল কি তা'কে সহজে ছাড়বে? মীর হবিবের বাড়ীর যে দাঁওটা সে ভেস্তে দিয়েছে, তা সে জীবনে ভুলতে পারবে না।

সাকী। ওরে, সে আর এখন আফ্‌জলকে ভয় করে না। সে নিজেই আফ্‌জলের সঙ্গে দেখা করবার জন্য ছটফট্ কর্চ্ছে।

হিম্মৎ। সে কি রে! তুই যে আমায় অবাক্ কর্‌লি!

সাকী। তুই কি করে বুঝবি বল? মেয়ে মানুষ নিয়ে খেলাই করিস—তাদের প্রাণ দেখতে তো জানিস না। সে কি মৎলব করেছে জানিস?—ওসমান সাহেব তাকে বড্ড ভালবাসে কি না, তাই বিস্তর গয়নাগাটী টাকা পয়সা তাকে দিয়েছে। দিদিমণি বলে, এসব জিনিস আমার কিছু দরকার নাই। তবে হ্যাঁ—আমার এক ভাই আছে—বড়

গরীব। যদি তুমি অনুমতি দাও, যে আমার যেদিন ইচ্ছা হবে এসব তাকে দিয়ে দিতে পারব, তুমি তা'তে কিছু বলবে না,—তবে আমি নিতে পারি। ওসমান সাহেব তাতেই রাজী হয়ে তাকে সে সব দিয়েছে। এদিকে আফ্‌জল টাকা চায়, টাকার জন্তই সে যত মন্দ কাজ করে। তার উদ্দেশ্য—আফ্‌জলকে দেখতে পেলে ওসমান সাহেব তাকে যা যা দিয়েছে সব দান করে তা'কে দূরদেশে কোথাও পাঠিয়ে দেবে—যেন বাকী বয়সে আর তাকে চুরি ডাকাতি কর্ত্তে না হয়।

হিম্মৎ। বটে! বটে! বটে! বলিস কি? এমন! অ্যাঁ!

সাকী। বলি আর কি? যা খাঁটী কথা তাই বলি। কিন্তু বলিই বা কা'কে, আর শোনেই বা কে? বলে—যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর।

হিম্মৎ। আহা! বিজ্‌লী যখন এমন ভাল লোক, আর তার সল্লা নিয়ে তুই যখন আমাকে শোধরাতে বলছিস—তখন আমি তোর কথাই শুনব। তা দেখ্‌, তুই একবার বাগিয়ে সাগিয়ে অম্নি একটা বড়লোক খসম পাকড়াও কর্ত্তে পারিস না? তারপর না হয় আমাকে এক ঝুড়ি গয়নাগাটি টাকা পয়সা দিয়ে ভাল মানুষ করিস। দেখ না, যদি বুড়ো মীর হবিবকেই বাগাতে পারিস।

সাকী। আ মর্ মুখপোড়া! দূর হ! সাধে কি বলি তোর মাথায় গোবর বোঝাই? তুই আমার খসম বেঁচে থাকতে, আর একটা খসম জুটবে কেন রে হতভাগা? আর আমিই বা দু'টোকে একসঙ্গে সামলাব কি করে?

হিম্মৎ। তা আমি না হয় তোকে তাল্লাক দিচ্ছি।

সাকী। আহাহা! কি আমার রসের কথা গো! আমাকে তাল্লাক

না দিলে তোমার ওড়বার বড় সুবিধে হচ্ছে না—না ? তা স্বপ্নেও ভেবো না। আমি তোমার পালক একেবারে নির্ম্মূল না করে আর রেহাই দিচ্ছি না।

হিম্মৎ। তা না হয় বল্‌না আমি মরেই যাচ্ছি—যদি তা'তে তোর কিছু সুবিধা হয়।

সাকী। তা সে এর পর ভেবে দেখা যাবে। এখন তুই কি করবি তাই বল দেখি ? আমার কথা শুনবি কি না ? না শুনিস যদি, তা হ'লে আমি তোকে একদিন হাতে নাতে ঠিক ধরিয়ে দেব। আজকাল ওসমান সাহেব আমার মুনিব, তা মনে থাকে যেন।

হিম্মৎ। ওরে না না, অতটা কষ্ট আর তোকে কর্ত্তে হবে না। এখন থেকে আমি তোর একান্ত বাধ্য ভৃত্য—তুই যা বলবি তাই শুনব।

সাকী। শুনবি ? সত্যি বলছিস ?

হিম্মৎ। সত্যি, সত্যি, সত্যি,—তোর কসম !

সাকী। আহা হা ! কি মিষ্টি কথাই শোনালি রে ! যেন দিলখুস্‌ মিছরীর পানা !

গীত

সাকী। দ্রিম তানা না দানি দ্রিম তানা না
যেন মিছরি পানা মন মানা মানে না।
হিম্মৎ। যেন দিস্‌নে হানা, দ্রিম তানা-না—
সাকী। মরা গাঙ্গে জোয়ার এসেছে, সাহাগে
ভাটা জানে না।
উভয়ে। পরাণে পরাণে টেনেছে টানে,
যেন পিছু টানে না, যেন পিছু টানে না—

সাকী। সে তো মনে মনে আছে জানা—

হিম্মৎ। দ্রিম তানা না দানি দ্রিম তানা না—

উভয়ে। সামাল সামাল যেন ফুলশরে
বাজ হানে না ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

[শের ও করিমের প্রবেশ]

শের। কৈ এখানে তো হিম্মৎ নাই।

করিম। এইখানেই তো থাকবার কথা ছিল—এখনো আসেনি বোধ হয়।

[হিম্মতের পুনঃ প্রবেশ]

শের। এই যে হিম্মৎ।

হিম্মৎ। এই যে তোরা ফিরেছিস। কি খবর বল দেখি? তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

শের। হয়েছিল। বলছি সব। আগে তুই বল দেখি এধারকার কি খবর?

হিম্মৎ। এধারকার খবর বড় জবর। একটা ভারি দাঁও পাওয়া গেছে। কিন্তু আফ্‌জল কোথায়? তাকে না পাওয়া গেলে যে সবই মিছে।

করিম। কি ব্যাপার বল দেখি?

হিম্মৎ। আরে ভাই, সে একটা ভারি দাঁও। একরত্তি মেহনৎ নাই, একটু দুর্ভাবনা নাই। শুধু একবার আফ্‌জলের সঙ্গে বিজ্‌লীর দেখা হওয়ার অপেক্ষা।

শের। ব্যাপারটা কি খুলেই বল না।

হিম্মৎ। সে বলব এখন এর পরে। এখন আফ্‌জল কোথায় বল দেখি?

করিম। সে কি আর এক যায়গায় চুপ মেরে বসে আছে? একটা বড় রকম দল বেঁধে মরুভূমির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হিম্মৎ। তা হ'লে শীগ্‌গির তার ফেরবার সম্ভাবনা নেই বল?

শের। তা কিছু ঠিক বলা যায় না।

হিম্মৎ। উঁহুঁ। কি জানি বাবা, মেয়ে মানুষের মন—পাল্‌টাতে কতক্ষণ? তা আবার যে সে মেয়েমানুষ নয়—যার নাম বিজ্‌লী। চল্‌ খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে পড়ি,—তাকে খুঁজে বার কর্ত্তেই হবে।

শের। আরে ছাই কথাটা কি তাই বল না। আফ্‌জলের সঙ্গে বিজ্‌লীর দেখা হলে কি হবে তা'তো জানাই আছে। সে তো প্রাণ নিয়ে টানাটানি। তার মধ্যে আবার দাঁও এলো কোত্থেকে?

করিম। আর তাই বা কি করে হবে? সে যে আমাদের বলে দিলে তার মৃত্যুসংবাদ রটিয়ে দিতে।

হিম্মৎ। মৃত্যুসংবাদ!

শের। হ্যাঁ। সে চায়, যে সে আসবার আগে সবাই শুনুক, জানুক, বিশ্বাস করুক—এমন কি বিজ্‌লী আর লায়লা পর্য্যন্ত—যে সে মরেছে, ঠিক ঠিক মরেছে—এতে কোন সন্দেহ নাই।

হিম্মৎ। তাই তো! তা হ'লে বড় ভাবনার কথা হল যে! চল্‌ তো নিরিবিলি এক জায়গায় বসি—একটা মৎলব ঠাওরাতে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কাফিখানা

লায়লা।— গীত

এসো বঁধু এস ফিরে ! ধীরে ধীরে ধীরে—
কনক চরণে নীলিমা বাহিয়া মানস-তটিনী তীরে !
এসো আমার নিদাঘ তপনে,
বিরহ তাপিত শয়নে,
মূর্ত্ত দীপ্ত রাগে এসো হে এসো ফিরে !

* * *

এস বরষার ভরা বাদর মাঝে,
আমার নিবিড় আঁধার সাঁঝে—
মম নয়ন-জলে মেঘ-মল্লারে
এসো হে এসো ফিরে !

* * *

এসো শিশির-প্রেম-পরিমলে,
তিমিরা কুহেলী কোলে,
মম নিরালা কুঞ্জে, বেদন-গুঞ্জে,
এসো হে এসো ফিরে !

* * *

এসো কুসুম গন্ধে আকুল ছন্দে মধু বায় আঁখি নীরে—
মম জীবন মরণ আবরিয়া সারাটী মরম ঘিরে ॥

[লায়লার প্রস্থান—শের ও করিমের প্রবেশ)

করিম। কিন্তু এটা কি ঠিক হল ? বিজ্‌লী যখন সোজা রাস্তায়ই সর্ব্বস্ব ঢেলে দিতে চায় তখন তাকে অন্ততঃ খাঁটী খবরটা জানান উচিত ছিল।

শের। তার যে দৃঢ় বিশ্বাস,—বিজ্‌লী তাকে ধরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার জন্য এই কৌশল করেছে।

করিম। কিন্তু তাই বা কি করে হতে পারে? আফ্‌জলকে ধরিয়ে দিতে গেলে যে সে নিজেও ধরা পড়ে যায়।

শের। আফ্‌জলের কথার উপর কে কথা কয় বল? তার যখন জেদ যে সে না মরে কোনমতেই ছাড়বে না, তখন আর কি করা যাবে?

করিম। আচ্ছা সে তো আজ আসছে। তা'কে আর একবার বলে কয়ে বুঝিয়ে দেখা যাবে। তারপর যা হয় হবে।

[হিম্মতের প্রবেশ]

হিম্মৎ। ওরে! ওরে! ওরে!

শের। }
করিম। } কিরে? কিরে?

হিম্মৎ। সে আজ ঠিক আসছে তো?

শের। হ্যাঁরে হ্যাঁ। তাকে আমরা সব কথা বুঝিয়ে বলে এসেছি।

করিম। কেন বল দেখি?

হিম্মৎ। দেখ, আমি সাকীর মুখে শুনলুম বিজ্‌লী নাকি আফ্‌জলের মৃত্যু সংবাদ শুনে প্রথমটা খুব মুস্‌ড়ে পড়েছিল। শেষটা বোধ হয় তার মনে একটু সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তাই সে লায়লার কাছে খাঁটী খবর জানবার জন্য আজ এখানে আসতে পারে।

[লায়লার পুনঃ প্রবেশ]

লায়লা। এই যে তোমরা এসেছ। আগে তোমরা রোজ কতবার করে আসতে, কখনো কখনো সারাদিন এখানে পড়ে থাকতে,—আর আজকাল ডাকলেও আস না। আজ কতবার ডেকে পাঠাতে তবে এসেছ।

করিম। তা—তা—

শের। আমরা এসে আর কি করব বল? আমাদের দেখলে তোমার শোকের আগুন দ্বিগুণ জ্বলে উঠবে বইতো নয়।

হিম্মৎ। আহা! আমরা কি আর আছি! জ্যান্তে মরা হয়ে কোন রকমে চলে ফিরে বেড়াচ্ছি।

লায়লা। দেখ, আমি শুধু তার মৃত্যুসংবাদ শুনেছি,—আর কিছুই শুনিনি। আর কি জানি কেন এ সংবাদ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

শের। হায় বিবি! দুঃসংবাদ কখনো ঝুটা হয়! আর এতে অবিশ্বাস করবার আছেই বা কি?

করিম। আহাহা!

লায়লা। হিম্মৎ! সত্যই কি সে নাই?

হিম্মৎ। (রুদ্ধকণ্ঠে)—নাই।

লায়লা। (দুইহস্তে বক্ষস্থল চাপিয়া ধরিল)—ওঃ!

হিম্মৎ। (স্বগত) আহা! প্রেম বলতে হয় তো একে! নইলে আমার সাকী পোড়ারমুখী,—এ বেলা যদি আমি দম আট্‌কে মারা যাই, তো ওবেলা দিব্বি সেজেগুজে নতুন রাস্তায় খসম খুঁজতে বেরুবে। আমি থাকতেই কি কর্চ্ছে কে জানে!

লায়লা। ইয়া আল্লাহ্‌!

শের। তুমি তো আর ছেলেমানুষটী নও। সব বোঝ। নিজেকে প্রবোধ নিজে না দিলে আর কে দেবে?

করিম। প্রবোধ না দিয়ে আর কি করবে? দুনিয়ার ধারাই এই। কিছুই চিরস্থায়ী নয়। একে একে সবাইকে যেতে হবে। ওঃ হোঃ হোঃ! ভাই আফ্‌জল রে!

হিম্মৎ। আহা হা! তবু সরকারী লোকের হাতে পড়ে মরার চাইতে এ এক রকম মন্দ হয় নি।

লায়লা। তার কি হয়েছিল ?

হিম্মৎ। কি আর হবে ? কিছুই হয় নি। সে মনের দুঃখে আত্মহত্যা করেছে।

লায়লা। তোমরা নিশ্চয় মৃত্যুকালে তার কাছে ছিলে। যাবার আগে সে কি কিছু বলে গেছে ?

শের। আমরা গিয়ে দেখলুম প্রায় হয়ে এসেছে। তারপর যতক্ষণ ছিল খালি তোমারি কথা বল্লে। বল্লে—জীবনে কি ভুলই করেছি, লায়লাকে ভাল না বেসে বিজ্‌লীকে ভাল বেসেছিলেম।

হিম্মৎ। আহা! তার সে কি আপশোষ! আমার তো এই পাথরের মত শক্ত প্রাণ, আমারই কলেজাটা ফেটে যেতে লাগল।

করিম। বল্লে—বিজ্‌লী এখন কোতোয়ালের গিন্নী। সে আমার অন্ধি সন্ধি সবই জানে। তার চোখে ধূলো দিতে পারব না। সহরে ঢুকলেই সে আমায় ধরিয়ে দেবে। আর সহরে না গেলে পয়সা পাব না। খাব কি ? এই মরুভূমিতে ঘুরে ঘুরে কত দিনইবা কাটবে। তাই

লায়লা। বুঝেছি—বিজ্‌লীই তার মৃত্যুর কারণ। বিজ্‌লীকে সহোদরার মত ভাল বেসেছিলেম। পাছে সে মনে ব্যথা পায় এই ভয়ে কোন দিন তার সঙ্গে ভাল করে কথাও কই নি। আর আজ তাকে জন্মের মত হারালেম। না বিজ্‌লীর মুখ আর চাইব না। তাকে কিছুতেই ক্ষমা করব না। আমি প্রতিশোধ নেব। আফ্‌জলের মৃত্যুর মূল্য বিজ্‌লীর কাছে কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেব।

[বৃদ্ধ সওদাগরের ছদ্মবেশে আফ্‌জলের প্রবেশ]

আফ্‌জল। পারবে ?

[হিম্মৎ শের ও করিম সন্ত্রস্ত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল]

লায়লা। কে! কে তুমি?—তুমি—

আফ্‌জল। লায়লা, আমি মরি নি। আমারই আদেশে এরা আমার মৃত্যুসংবাদ সহরময় রটিয়ে দিয়েছে। বিজ্‌লীর বেইমানীতে মেয়েমানুষ জাতটার উপরই আমার অবিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল—তবু প্রায়ই তোমার কথা মনে হ'ত। আমি জোর করে তোমার চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলে দিতুম। শেষটা অসহ্য হয়ে উঠল। দেখতে ইচ্ছা হ'ল—আমার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তুমি কি কর। তাই এসেছি।

লায়লা। আফ্‌জল! তুমি বিজ্‌লীকে ভালবাসতে, তা'কে পেলে তুমি সুখী হতে—তাই এতদিন আমি তা'কে পথ ছেড়ে দিয়েছি। আজ আর তার কোন প্রয়োজন নাই। তুমি আমার দাবী স্বীকার করেছ। আমি আজ থেকে নিজের অধিকার দখল কর্লেম। বিজ্‌লী তো বিজ্‌লী, স্বয়ং শয়তান এলেও আমাকে তা থেকে একচুল হটাতে পারবে না। আমি উচিত অনুচিত বিচার করব না, যা কর্ত্তে বল তাই করব, যা বলতে বল তাই বলব। আমার শুধু অনুরোধ—তুমি অনুমতি দাও, আমি এই বেইমান বিজ্‌লীকে একবার দেখব।

আফ্‌জল। আস্তে লায়লা আস্তে। সে আর এখন সে নগণ্য বেদুইন বালিকা নাই। সে এখন প্রবলপ্রতাপান্বিতা ফিরোজা বেগম। আমি পারি তা'কে এক মুহূর্ত্তে তার ওই উচ্চাসন থেকে টেনে নামাতে—শুধু ওসমানকে একবার তার পূর্ব্ব পরিচয় জানাবার অপেক্ষা। তা'তে কিন্তু আমার কিছু লাভ হবে না। আপাততঃ থাক সে তার যায়গায়। আমি তার সঙ্গে দেখা করব, প্রেমের অভিনয় করব, কাকুতি মিনতি করব। আমি দড়ি ধরে টানব সে নাচবে। তারপর তার যথাসর্ব্বস্ব লুঠে নিয়ে যে দিন ইচ্ছা হবে তা'কে পিঁপড়ের মত টিপে মেরে ফেলব। তুমি আমার সহায় হও লায়লা।

লায়লা। তুমি যা বলবে, আমি তাই করব।

আফ্‌জল। তাহ'লে এখন তার সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি করো না। তাকে আরো বেশী যত্ন করো, আরো বেশী ভালবাসা দেখিও।

লায়লা। বেশ, তাই হবে।

আফ্‌জল। (হিম্মতের প্রতি)—তোমরা এখন এইখানেই থাক। আমি ভিতরে রইলুম। উপযুক্ত কারণ দেখতে পেলে আমাকে সংবাদ দিও। সতর্ক থেকো—মদ খেয়ে বেহুঁস্ হয়ে পড়ো না।

হিম্মৎ। না না, তোমার কোন ভাবনা নাই। আমরা পাহারায় রইলুম।

লায়লা। আমি নূতন বাঁদীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যা যা দরকার হুকুম কর্লেই পাবে।

[লায়লা ও আফ্‌জলের প্রস্থান।

হিম্মৎ। না এই প্রেম জিনিষটা দেখছি নিতান্ত বিদ্‌ঘুটে—কোনমতে হজম করবার যো নেই—পারার মত ফুটে বেরুবেই বেরুবে।

[বাঁদীর প্রবেশ]

বাঁদী। আপনাদের কিছু চাই ?

শের। হ্যাঁ চাই বই কি! জালাট্যাক্ মদ নিয়ে এসো।

[বাঁদী মদ্য ও পানপাত্র আনিয়া দিল—তাহারা মদ্যপান করিতে প্রবৃত্ত হইল]

হিম্মৎ। এই সব দেখে শুনে এক একবার সাকী ছুঁড়ীর জন্য বুকের ভিতরটা টন্‌টন্ করে ওঠে। ইচ্ছা হয় এই সব ঝকমারী ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে সত্যি সত্যি তাকে নিয়ে ঘর সংসার করি। কিন্তু শ্যালীর লম্বা লম্বা কথা শুনলেই সর্ব্বাঙ্গ বিছার কামড়ের মত জ্বলতে থাকে। ওই বিজ্‌লী সর্ব্বনাশীই তার মাথাটা খেয়েছে।

শের। কৈ রে, খা।

হিম্মৎ। এই যে খাচ্ছি ভাই। (মদ্যপান)

করিম। দেখ ভাই, এই প্রেম জিনিষটা দেখছি ভারি চমৎকার

শের। তা আর একবার করে বলতে।—

গীত

প্রেম হে! কি গুণ তোমার!
কাঁচা খাই, ডাঁসা খাই, পাকার তো কথা নাই,
ভবার্ণবে কর পার!
শৈশবে থাক তুমি সুপ্ত
ছেলে বয়সে গুপ্ত,
যৌবনে আহা সে কি দীপ্ত,
আবার বুড়ো বয়সে লুপ্ত;—
তখন ফোগ্‌লা দাঁতে সওনা ধাতে,
জাবর কাটা হয় সার!
তাই টাটকা বাসী ভালবাসি তোমায় ভালবাসি
প্রাণনাথ! প্রাণনাথ হে! প্রাণনাথ আমার!

হিম্মৎ, শের, করিম }
প্রেম হে! কি গুণ তোমার।
কাঁচা খাই, ডাঁসা খাই, পাকার তো কথা নাই,
ভবার্ণবে কর পার!

(ছদ্মবেশে অবগুণ্ঠনবতী বিজলী ও সাকীর প্রবেশ)

সাকী। (জনান্তিকে)—দাঁড়াও। দেখছ, মুখপোড়া মিন্সেগুলো মনের আনন্দে গাধার মত চিৎকার সুরু করেছে। আমার বোধ হয় আফ জল মরে নি। ওদের সব ফাঁকা। সে যদি সত্যি সত্যি ম'ত্ত তাহ'লে ওরা নিদেন একটু ভাবনায় পড়ত,—এমন করে ফুর্ত্তি কর্ত্তে পার্ত্ত না। তুমি এইখানে একটু দাঁড়াও, আমি দেখি যদি খাঁটী খবরটা নিতে পারি।

বিজ্‌লী। না সাকী, আমি আর স্থির হতে পার্চ্ছি না। আমার বুকের ভিতরটা কেমন কর্চ্ছে।

সাকী। আহা, তা একটু করুক না। বুকের ভিতরেই কি, আর বাইরেই কি, সব সময়ই যে এক রকম কর্ত্তে হবে তার কিছু মানে আছে? এখন আমি যা বলি শোন। তুমি এইখানে দাঁড়াও আমি একটু এগিয়ে দেখি।

[সাকী অগ্রসর হইয়া যাইয়া হিম্মতের পৃষ্ঠে অঙ্গুলি স্পর্শ করিল—হিম্মৎ চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল—সাকীকে দেখিয়া আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল]

হিম্মৎ। আরে বাঃ! বাঃ! বাঃ! ক্যা মজা! ক্যা খুসী! সাকী আ গয়ি।

শের। }
করিম। } আরে কি ভাগ্যি আমাদের! এসো, এসো, বিবি সাহেব এসো!

সাকী। (হিম্মতের প্রতি)—একটু আড়ালে আয় না, একটা কথা বলব।

শের। কথা! আজকের দিনে আবার কথা কিসের? আজ শুধু ফুর্ত্তি। এসো, এইটুকু পান করে আমাদের চরিতার্থ কর।

সাকী। (হিম্মতের প্রতি)—আ মর মুখপোড়া! আয় না।

করিম। আহাহা! আড়ালে তো যাবেই গো! তা অত তাড়াতাড়ি কেন? একটু রয়ে বসেই না হয় যেও। আপাততঃ আমরা ক'টা অপোগণ্ড অনাথ আছি—আমাদের দিকে একবার ফিরে চাও।

হিম্মৎ। গীত

এসো এসো হে আমার সাকী!
তুমি আমার সোনার খাঁচা আমি পোষা পাখী॥

সাকী। তুমি আমার ছেঁড়া জুতো, তাই চরণতলে রাখি।

হিম্মৎ। তোমার কোমল চরণে ফুটবে পেরেক সখী জানো নাকি?

সাকী। ঢের রসিকতা হয়েছে—এখন তুই আয় দেখি আমার সঙ্গে।—
(উভয়ের বহির্গমন)

[বিজ্‌লী দেখিল সাকী শীঘ্র মুক্তি পাইবে না—ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসনে যাইয়া উপবেশন করিল—বাঁদীকে হাত ছানি দিয়া ডাকিল—বাঁদী কাছে আসিলে তাহাকে কিছু ফরমায়েস করিল—সে মদ্য ও পানপাত্র আনিয়া দিল—এদিকে নানা রকমের নর নারী খর্দ্দের আসিতে লাগিল—কেহ কেহ মদ্যপান করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল—কেহ কেহ বসিয়া বসিয়া মদ্যপান করিতে লাগিল—

আফ্‌জল ও লায়লার প্রবেশ। আফ্‌জল বিজ্‌লীকে দেখিয়া একটু চমকিয়া উঠিল—লায়লার সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিয়া বিজ্‌লীর পার্শ্বস্থ আসনে যাইয়া উপবেশন করিল—বাঁদী তাহাকে মদ্য পরিবেশন করিল]

কতিপয় খর্দ্দের। (লায়লার প্রতি)—আরে এই যে বিবি সাহেব। কোথায় ছিলে এতক্ষণ আমাদের ফেলে ?

লায়লা। আমি তো হাজিরই রয়েছি ভাই। তোমাদের যা চাই হুকুম কর না।

[বিজ্‌লী আফ্‌জলকে দেখিতে পাইল—তাহার হাতের পানপাত্র পড়িয়া গেল—সে উঠিয়া দাঁড়াইল—পরমুহূর্ত্তে পুনরায় সামলাইয়া লইয়া আসনে উপবেশন করিল—পানপাত্র কুড়াইয়া লইল—পুনরায় একপাত্র ঢালিয়া পান করিল—পরে ধীরে সুস্থে আফ্‌জলের পার্শ্বে সরিয়া যাইয়া উপবেশন করিল—ইতোমধ্যে লায়লার সহিত খর্দ্দেরের কথা চলিতেছে]

১ম খর্দ্দের। হুকুম আর কি ? তুমি ছিলে না, আর ওই মাতাল ব্যাটারা হেঁড়ে গলায় বিকট চিৎকার করে প্রাণ ওষ্ঠাগত করে দিয়েছিল আর কি ! আর একটু হ'লেই তুমি খুনের দায়ে পড়তে।

২য় খর্দ্দের। আর বল কেন বিবি সাহেব—শ্যালারা কাণে হুল ফুটিয়ে

দিয়েছে। এখন হয় হকিম ডাক, না হয় নিজে একখানি গান গেয়ে আমাদের প্রাণ বাঁচাও।

লায়লা। আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে।

লায়লা। গীত

আজু পিয়া আওল নিজঘর।
উমিদ্‌মে ম্যাঞ্‌ বয়ঠী থি সারে জীন্দ্‌গী ভর।
দিল্‌কা দরিয়া সুখ গয়াথা,
ন থি জেরাভর্‌ পানী,—
(আজু) আয়া বর্ষাৎ বাণ—
যব্‌ ফুকারা মুঝে জানী! জাণী! জাণী!
পিয়াস মেরা বুঝ গয়া কলেজা হো গয়া তর্‌—
মিট গয়া সব সোচ বিচার, ছুট্‌ গয়া লহর॥

[বিজ্‌লী আফ্‌জলের পানপাত্র তুলিয়া মগুপান করিল—আফ্‌জল তাহার মুখের দিকে চাহিল]

বিজ্‌লী। আমি চিনেছি।

আফ্‌জল। আমি তোমারি জন্য এসেছি।

বিজ্‌লী। হিম্মৎ তোমাকে কিছু বলেনি?

আফ্‌জল। হিম্মৎ আমাকে বলেছে তুমি সর্ব্বস্ব আমাকে দিতে চাও একটা সর্ত্তে—

বিজ্‌লী। হ্যাঁ। তুমি রাজী আছ?

আফ্‌জল। তোমার সর্ব্বস্ব কত তাতো জানি না।

বিজ্‌লী। আমার যা গহনা আছে তারই দাম কম পক্ষে দশহাজার আশরফি।—কিন্তু সব তো আমার সঙ্গে নাই।

আফ্‌জল। তবে চল তোমার বাড়ীতেই যাই—

বিজলী। যদি বিপদ ঘটে ?

আফ্‌জল। তুমি বিজ্‌লী আমি আফ্‌জল—বিপদ ঘটবে কেন ?

বিজ্‌লী। আমি যে আর সে বিজ্‌লী নই—গোল তো ওইখানেই।

আফ্‌জল। ঠিক ঠিক, তুমি এখন ফিরোজা বেগম। হও—কিছু আসে যায় না—চল—

(বেগে সাকী ও হিম্মতের প্রবেশ)

সাকী। (বিজলীর প্রতি) পালাও, পালাও, শীগ্‌গির পালাও—সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

আফ্‌জল। কি হয়েছে ?

হিম্মৎ। (আফ্‌জলের প্রতি) ওসমান দলবল নিয়ে এসেছে।

বিজ্‌লী। অ্যাঁ !—(কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইল)

আফজল। এসো। (বিজলীকে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল)

[নেপথ্যে পিস্তলের শব্দ]

ওসমান। (নেপথ্যে)—ঘেরাও কর, ঘেরাও কর—একটী লোক না পালাতে পারে।

লায়লা। (বাঁদীর প্রতি) আলো নিবিয়ে দে—আলো নিবিয়ে দে—

[বাঁদী আদেশ পালন করিল—মুহূর্ত্ত মধ্যে সব অন্ধকার হইয়া গেল—দলবল সহ ওসমানের প্রবেশ—কতক লোক পলায়ন করিল, কতক ধৃত হইল]

ওসমান। হুসিয়ার! যে পালাবার চেষ্টা করবে তাকেই গুলি করবে।
(কতিপয় গুলির শব্দ)

চতুর্থ দৃশ্য

রাজপথ

জহরী বালকগণ। গীত

আমরা ক'টী জহুরীর ছানা—
এনেছি হীরা মতি চুনি পান্না জহরৎ নানা।
চাই গো কাণের দুল!
নীল আকাশে সোণার তারা
চাই গো মাথার ফুল!
সাগর সেচা মতির মালা যার নাইক তুলনা।
নগদ কিম্বা ধার, যেমন খুসী যার—
এসো না কে নেবে গো! নাইক কোন মানা॥

পঞ্চম দৃশ্য

ওসমানের শয়ন-কক্ষ

[সন্তর্পণে বিজলীর প্রবেশ। বিজলী তাড়াতাড়ি ছদ্মবেশ ও অবগুণ্ঠন মোচন করিল—পা টিপিয়া টিপিয়া আফজলের প্রবেশ—বিজলী লোহার সিন্দুক খুলিয়া একরাশি অলঙ্কার ও একটী বৃহদাকারে টাকার থলি তাহাকে দিল—সে উহা পুঁটলী বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া যাইবার জন্য দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইল—দ্বারপথে উদ্যত পিস্তল হস্তে ওমরের প্রবেশ]

ওমর। অত তাড়াতাড়ি নয় বন্ধু! একটু ধীরে। সবই তুমি নিয়ে চম্পট দেবে, আমি কি শুধু পাহারা দিয়ে মরব? কি বিবিসাহেবা, কথা কইছ না যে? আমার সঙ্গে কি রফা হয়েছিল বল না।

[আফ্‌জল ওমরের দিকে তাগ করিতেছিল—সহসা ছুরিকা উদ্যত করিয়া লম্ফ দিয়া তাহার নিকটে পড়িল—ওমর প্রস্তুত ছিল, গুলি করিল— গুলি আফ্‌জলের বক্ষ ভেদ করিল]

আফ্‌জল। ওঃ! (মৃত্যু)

বিজ্‌লী। আমায়ও গুলি কর—আমায়ও গুলি কর।

[ওমর তাড়াতাড়ি আফ্‌জলের পুঁটলী তুলিয়া লইয়া আংরাখার মধ্যে লুকাইল। ওসমানের প্রবেশ]

ওসমান। এখানে পিস্তল ছুঁড়লে কে? এ কি! ফিরোজা তুমি অমন কর্চ্ছ কেন? কি হয়েছে? ওমর! কি হয়েছে? তুমি এখানে—আমার শোবার ঘরে?

ওমর। আমি একা নই জনাব, আর একজন আছে।

ওসমান। আর একজন?

ওমর। আজ্ঞে হ্যাঁ—ওই দেখুন।

ওসমান। এ কি! কে এ ওমর?

ওমর। আফ্‌জল।

ওসমান। আফ্‌জল! আফ্‌জল তো মৃত।

ওমর। আজ্ঞে হ্যাঁ, মৃত বৈ কি? মৃত না হলে আর ওরকম কাঠ হয়ে পড়ে থাকে? তবে এখন আমার পিস্তলের গুলিতে মৃত—কিন্তু একটু আগেও জীবিত ছিল।

ওসমান। আফ্‌জল এখানে কি করে এলো?

ওমর। ব্যাটা চুরি কর্ত্তে এসেছিল। জানে না তো যে আমি এখানে পাহারা দিচ্ছি। ওই দেখুন না, লোহার সিন্দুক খোলা—সিন্দুক খালি। এক ব্যাটা সঙ্গী ছিল তাকে দিয়ে সব মাল চালান

করেছে। ব্যাটাকে ধর্ত্তে যদিও পার্ল্লুম না—কিন্তু চিনে নিয়েছি, ধর্ত্তে দেরী হবে না।

ওসমান। ফিরোজা! ফিরোজা! তুমি কথা কইছ না যে! ও কি! তুমি যে কাঁপছ! মুখে কালিমার ছায়া পড়েছে—কি হয়েছে জানী? ভয় পেয়েছ?

ওমর। ভয় বলে ভয়! ওঁতে কি আব উনি আছেন? হাজার হোক কোমলপ্রকৃতি নারী,—এসব চুরি ডাকাতি খুন খারাপি দেখে ওঁর প্রাণ কি স্থির থাকতে পারে!

বিজলী। এসব মিথ্যা কথা, এসব মিথ্যা কথা।

ওমর। অ্যাঁ!—ওঃ, ভয়ে ভাবনায় একেবারে মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

বিজ্‌লী। না. আমার মাথা খারাপ হয় নি। আফ্‌জল এখানে চুরি কর্ত্তে আসে নি। চোর এই ওমর। এর আংরাখার ভিতর খুঁজলে আমার গহনার পুঁটলী পাবে।

ওমর। নাঃ এ দেখছি সম্পূর্ণ বিকারের লক্ষণ। আমি যাই হকিম সাহেবকে ডেকে পাঠাইগে। (প্রস্থানোদ্যোগ)

ওসমান। দাঁড়াও। (বংশীধ্বনি—দুইজন রক্ষীর প্রবেশ) এর তালাসী নাও।

[রক্ষীদ্বয় আদেশ পালন করিল—গহনার পুঁটলী বাহির হইল]

ওমর। আমি—আমি—আমার কোন দোষ নাই। বিবিসাহেব আমাকে দিয়েছিল—বল না বিবিসাহেব—এখন তুমি চুপ করে থাকলে যে আমি মারা যাই।

ওসমান। একে বাঁধ।

[রক্ষীদ্বয় আদেশ পালন করিল]

ওসমান। এ সবের মানে কি ফিরোজা?

বিজলী। মানে এই—আমি আফজলকে ডেকে এনেছিলেম, তা'কে আমার সব গয়না দিয়ে দেব বলে। কথা ছিল, সে এই সব নিয়ে কোন দূর দেশে চলে যাবে,—সেখানে এই সব বিক্রী করে সেই টাকায় সদ্ভাবে জীবন যাপন করবে—আর কখনো চুরি ডাকাতি করবে না। আফজল সব নিয়ে যাচ্ছিল—ওমর তাকে হত্যা করে সমস্ত আত্মসাৎ করেছে। ওমর শুধু চোর নয়—হত্যাকারী।

ওমর। এঃ! মাগী মজালে! জনাব, সাজোস সাজোস—বিশ্বাস করবেন না। জিজ্ঞাসা করুন তো উনি নিজে কি?

ওসমান। ফিরোজা! আফজল তোমার কে?

বিজলী। জনাব! আমি ফিরোজা নই,—আমি বিজলী।

ওমর। কেমন দেখলেন তো!

ওসমান। তুমি বিজলী!—তুমি ফিরোজা নও? সত্য তুমি বিজলী?—ওঃ! (মুহূর্ত্ত পরে সামলাইয়া লইয়া রক্ষীদ্বয়ের প্রতি)—এর বাঁধন খুলে দাও। (রক্ষীদ্বয় আদেশ পালন করিল)—তোমরা যেতে পার। (রক্ষীদ্বয়ের প্রস্থান)—ওমর! তুমি মুক্ত। যাও, জীবনে আর কখনো আমার সম্মুখে এসো না।

ওমর। আবার!　　　　(প্রস্থানোদ্যোগ)

ওসমান। দাঁড়াও। ওই পুঁটলী, তোমার দরকার থাকে তুমি নিয়ে যেতে পার।

ওমর। আপনি কি বলছেন!

ওসমান। বলছি ও গুলো তুমি নিয়ে যাও। ওতে স্মৃতির বিষ মাখান আছে। ও আমি ঘরে রাখব না।

ওমর। তা—তা—আপনি যখন বলছেন—আপনি যখন বলছেন—

[পুঁটলি লইয়া প্রস্থান।

বিজ্‌লী। জনাব! আমায় বাঁধতে আদেশ দিন।

ওসমান। পার্লে ভাল হত। কিন্তু পারব না। ফিরোজা!

বিজ্‌লী। ফিরোজা নয়—বিজ্‌লী।

ওসমান। না, তুমি ফিরোজা—তুমি বিজলী নও—কখনো নও—আমি স্বীকার করি না। কিন্তু তবু—নাঃ, তুমি দয়া করে আমায় পরিত্যাগ কর। আর যেন এ জীবনে তোমাতে আমাতে দেখা না হয়।

[বিজ্‌লী ওসমানকে কিছু বলিতে চাহিল—রূদ্ধ আবেগে তাহার বক্ষঃস্থল উঠিতে পড়িতেছিল—বলিতে পারিল না। সে চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া শির নত করিয়া চলিয়া যাইতেছিল—ওসমান মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিল—সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া পরিপূর্ণ আবেগে ডাকিল—]

ওসমান। ফিরোজা!

বিজ্‌লী। নাথ!—(বাহুপ্রসারণ)

ওসমান। নাঃ যাও। (বিজ্‌লীর প্রস্থান)—হা ঈশ্বর! কি কর্লে! তুলেছিলে সুখের সপ্তম স্বর্গে,—নিক্ষেপ কর্লে একেবারে নরকের অতল গহ্বরে! (দুই হস্তে মুখ আবৃত করিল)

[ফকির সাহেবের প্রবেশ]

ফকির। ওসমান!

ওসমান। কে? কে? ওঃ হজরৎ! ওসমানকে ডাকছেন? ওসমান নাই—সে জীবন্মৃত।

ফকির। হয় তো হবে। আমি সে জন্য আসিনি।

ওসমান। তবে কি জন্য এসেছেন?

ফকির। ওই মৃতদেহ আমায় ভিক্ষা দাও।

ওসমান। সে কি হজরৎ। ওতে আপনার কি প্রয়োজন ?

ফকির। তুমি মুসলমান। জাননা কি মৃতদেহের সৎকার কর্ত্তে হয় ?

ওসমান। অনায়াসে নিয়ে যেতে পারেন।

ফকির। ওসমান! মনে রেখো মৃত্যু হতে অমৃতের উদ্ভব হয়। সত্য যদি তুমি আজ জীবন্মৃত, তবে আশীর্ব্বাদ করি তোমার নবজীবন লাভ হোক।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ওসমানের বাটীর কক্ষ—

ওসমান মদ্যপান করিতেছে।

ওসমান। নাই—নাই—নাই। কোথাও নাই। সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় খুঁজেছি—কোথাও তার চিহ্নমাত্র নাই। কেউ জানে না সে কোথায় গেছে—কোথায় আছে। (মদ্যপান) —আমারই বা জানবার অধিকার কি? আমি নিজেই তো তাকে বিদায় করে দিয়েছি। সে চলে গিয়েছে—আর ফিরবে না। হাতের তীর একবার বেরিয়ে গেলে আর কি ফেরে? ফিরোজা! ফিরোজা! তখন তোমায় চিনতে পারি নি, আজ তোমায় হারিয়ে তোমায় চিনেছি। আজ বুঝেছি, কত মহৎ ছিল তোমার প্রাণ! মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কর্চ্ছি, কত ভালবেসেছিলে তুমি আমাকে। বুঝেছি, কেন তুমি আফ্‌জলকে সর্ব্বস্ব দিতে চেয়েছিলে।

[মদ্যপান—তন্দ্রার ঘোরে এলাইয়া পড়িল—উন্মুক্ত ছুরিকা হস্তে উন্মাদিনী লায়লার প্রবেশ]

লায়লা। এই যে ঘুমিয়ে আছে। এই সুযোগ—আফজলের মৃত্যুর প্রতিশোধ—(ছুরিকা উদ্যত করিল)—না: আগে জাগাই, তারপর। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মরে গেলে মৃত্যুর যাতনা টের পাবে না, ছট্‌ফট্‌ করবে না, আর্ত্তনাদ করবে না—প্রতিশোধ হবে না। বা: দিব্বি ঘুমুচ্ছে!

জানেনা তো আফজল নাই, লায়লা আছে—বাঘ মরেছে তার বাঘিনী বেঁচে আছে।

ওসমান। (তন্দ্রাঘোরে)—ফিরোজা ! ফিরোজা ! এসো কাছে এসো !—

লায়লা। ফিরোজা ! হাঃ হাঃ হাঃ (উচ্চহাস্য)

ওসমান। ফিরোজা ! ফিরোজা ! আজ তোমার একি মূর্ত্তি !

লায়লা। ফিরোজা—ফিরোজা--বটে ! হাঃ হাঃ হাঃ (অট্টহাস্য)

ওসমান। (চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া) না না—আমি স্বপ্ন দেখছিলেম। কে তুমি ?

লায়লা। ওসমান ! ঈশ্বরকে স্মরণ কর। ভাল করে চোখ মেলে চারদিকে তাকাও—শেষবার দুনিয়া দেখে নাও—একটু পরে সব অন্ধকার হয়ে যাবে, আর দেখতে পাবে না। আমি লায়লা—আফজলের মৃত্যুর প্রতিশোধ—

ওসমান। তুমি আমায় হত্যা কর্ত্তে এসেছ ? এসো, এই বুক পেতে দিয়েছি—তোমার ওই ছুরি আমার বুকে বসিয়ে দাও—যে জ্বালায় দিনরাত জ্বলছি তা থেকে আমায় মুক্তি দাও। এসো. আর বিলম্ব করোনা।

লায়লা। সে কি ! তুমি মরণকে ভয় করনা ? তা'কে ডাক ?

ওসমান। হ্যাঁ ডাকি, দিনরাত ডাকি। এতদিন সে আসেনি--বুঝি আজ দয়া করে এসেছে।

লায়লা। এই ছুরির ঘা তোমার বুকে লাগবে না ? তুমি ছট্‌ফট্‌ করবে না ? চ্যাঁচাবে না ? কাঁদবে না ?

ওসমান। না। ওর স্পর্শ আমার কলেজায় ফুলের মত মোলায়েম বোধ হবে।

লায়লা। তবে তোমায় মেরে কি করব ? প্রতিশোধ ত হবে না। কিন্তু

প্রতিশোধ যে চাই। সে দিনরাত আমার পেছনে তাড়া কর্চ্ছে—এক লহমার ফুরসুৎ দিচ্ছে না। হ্যাঁ ঠিক হয়েছে—বিজলী!—সেই তাব এই হাল করেছে—বিজলী! বিজলী!! বিজলী!!! [প্রস্থান

ওসমান। বিজলী!—কোথায় বিজলীকে খুঁজে পাবে? সে কোথাও নাই। থাকত যদি, নিশ্চয় সে আমার কাছে ছুটে আসত, দূরে থাকতে পার্ত্ত না। (মদ্যপান)—ওঃ! বুকের ভিতরটা মরুভূমি হয়ে গেছে—দিনরাত স্মৃতিব লুহ্ চলছে—প্রাণটাকে ঝল্সে দিয়ে যাচ্ছে। শুনেছিলেম শরাবে বিস্মৃতি নিয়ে আসে—কৈ তা'তো নয়। কিম্বা শরাবও আমার অবস্থার কাছে হার মেনেছে।—(পানপাত্রকে সম্বোধন করিয়া)—কি বন্ধু! সত্যই কি তোমার পরাজয়? ভাল, আর একটু দেখি তারপর হয় তোমাকে আরো দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করব—আর না হয় চিরদিনের মত বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।—(মদ্যপান)—

[নেপথ্যে নূপুর নিক্কণ ও সঙ্গীতের রেশ]

ওসমান। ওরে কে আছিস?

[ভৃত্যের প্রবেশ]

ভৃত্য। হুজুর!

ওসমান। ওই নাচওয়ালী যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে—ডাক।

ভৃত্য। যো হুকুম হুজুর।

[প্রস্থান।

ওসমান। নর্ত্তকী—তোমাকেও প্রথম দেখেছিলেম নর্ত্তকীর বেশে। তারপর দেখলেম তুমি সম্রাজ্ঞী—অঙ্গুলি হেলনে দুনিয়া শাসন কর্ত্তে পার। আর আজ দেখছি তুমি দেবী।

[গাহিতে গাহিতে সাকীর প্রবেশ]

সাকী। 　　গীত

পিয়া মেরে মোহনীয়া রে !
যাদুভরে তেরে নয়না !
লুঠ্ লিয়া মেরে জীবন যৌবনা,—
(অব্) নাহি মিলত মুঝে চ্যয়না।

ওসমান। এ গান—এ গান তুমি কোথায় শিখেছিলে? সে গেয়েছিল—সে গেয়েছিল এই গান—সেই দিন—যেদিন তার সঙ্গে প্রথম দেখা। সুরের ঝঙ্কারে আকাশ পরিপূর্ণ করে, বাতাস রূদ্ধ করে, ধরিত্রীর চেতনা হরণ করে সে গেয়েছিল—আর বিশ্বভুবন তন্ময় হয়ে তার মুখের পানে চেয়েছিল।

সাকী। হুজুর, ও গান পছন্দ না হয় অন্য গান গাইছি।

ওসমান। না না, তোমাকে গাইতে হবে না। ও গান তুমি কার কাছে শিখেছিলে তাই বল।

সাকী। শিখেছিলেম যার কাছে হোক—সে আর আপনার শুনে কি হবে? এখন গান শুনবেন তো শুনুন আর না হয় হুকুম করুন আমি যাই।

গীত

দিনের আলোয় লাগিল কেন সখা ধাঁধাঁ ?
চলিতে চলিতে প্রেমকথা বলিতে কেন সখা পড়িল বাঁধা ?
আজি কেন আঁখি-কোণে জল ?
ভাঙ্গাপ্রাণ ব্যথায় বিকল ?
আজি হাসিতে হাসিতে একি কাঁদা !—
অতীতেরে ফিরিতে সাধা !

ওসমান। স্তব্ধ হও। শীঘ্র বল ও গান তুমি কোথায় শিখেছিলে। না বল যদি, তবে দেখছ এই পিস্তল ?

সাকী। (অগ্রসর হইয়া আসিল)—দেখছি। আর আপনিও দেখছেন এই বুক ? আপনার বুকের চেয়ে কম গভীর নয়। আপনার ওই পিস্তলের গুলির স্থান এর ভিতর হবে। পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

ওসমান। (সাশ্চর্য্যে)—তুমি কে ?

সাকী। আপনি কি আমায় চেনেন না ? এর আগে কখনো দেখেন নি ?

ওসমান। ঠিক চিনতে পার্চ্ছি না। তবে—

সাকী। কেমন করে পারবেন ? আপনি যে অন্ধ। আগেও ছিলেন—এখনও আছেন—পরেও থাকবেন। আপনার চোখ কখনো ফুটবে না। আপনার নসীবে চোখের সম্মুখে শুধু জমাট অন্ধকার। দিনের পষ্ট আলো তা কোন কালে ভেদ কর্ত্তে পারবে না।

ওসমান। নর্ত্তকী, তুমি সত্য বলেছ—আমি অন্ধ। আমার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সব অন্ধকার। কিন্তু তুমি কেমন করে জানলে ? দয়া করে বল, তুমি কে ?

সাকী। আমি সাকী—ফিরোজা বেগমের বাঁদী সাকী।

ওসমান। তাইতো।

সাকী। আপনি আমার মুনিবকেই বড় চিনেছিলেন, তা আমায় চিনবেন। আপনার ভাগ্যে অন্ধকারে তারা ফুটে উঠেছিল,—সেই তারা ডুবে গেল, আপনার হুঁস হল না—তা আমি তো একটা বাঁদী। এখন আপনি দয়া করে একটা কথা বলুন দেখি। আপনি যে বড় মদ খাচ্ছেন ? আগে তো খেতেন না।

ওসমান। খাচ্ছি ভুলবার জন্য।

সাকী। কি ভুলবার জন্য ?

ওসমান। তা'কে।

সাকী। কা'কে? নাম বলুন না।

ওসমান। তা'কে—তোমার মুনিবকে—ফিরোজাকে।

সাকী। ভুলতে কি পেরেছেন?

ওসমান। না, পারি নি—এক মুহূর্ত্তের জন্য না।

সাকী। কেমন করে পারবেন? ভোলা কি যায়?

ওসমান। সাকী, জানতে যদি—এই বুকটার ভিতর কি জ্বালা দিবানিশি জ্বলছে—

সাকী। এমনি তারও জ্বলছে,—আমারও জ্বলছে।

ওসমান। তোমার জ্বলছে? কেন? তোমার জ্বলছে কেন?

সাকী। আপনার ভালবাসাব জনের জন্য আপনাব প্রাণে জ্বালা ধর্ত্তে পারে, আর আমার ভালবাসার জনেব জন্য আমার কি ধর্ত্তে পারে না।

ওসমান। তুমিও কি তোমাব ভালবাসার জনকে হারিয়েছ?

সাকী। আপনারই অনুগ্রহে!

ওসমান। সে কি সাকী?

সাকী। আপনিই তা'কে কাফীখানা থেকে ধরে এনেছেন—আফ্‌জলের সহকারী বলে সে অভিযুক্ত। কাল তার বিচার হবে -আর বিচারে যা হবে তা আমি জানি।

[মীর হবিবের প্রবেশ]

মীর। না, জান না। আমি তা'কে মুক্তি দিয়েছি। তার বিরূদ্ধে কোন প্রমাণ নাই।

সাকী। মুক্তি দিয়েছেন! খোদা আপনার মঙ্গল করুন। দীনার সেলাম গ্রহণ করুন জনাব। (একটু ইতস্ততঃ করিয়া)—সে এখন কোথায়?

মীর। তোমাকেই খুঁজতে গেছে।

সাকী। আমি একটা নগণ্যা বাঁদী—সে অপরাধীরূপে ধৃত হয়ে আপনার হুজুরে নীত হয়েছিল। জনাব তাকে প্রমাণ অভাবে মুক্তি দিতে পারেন—কিন্তু আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধের কথা কি করে জানলেন?

মীর। সাকী, প্রয়োজনে পড়ে জানতে হয়েছে। এই ওসমান আমার পুত্রতুল্য। ফিরোজাকে হারিয়ে তার যা অবস্থা হয়েছে চোখে দেখছি, আর আমার প্রাণের ভিতর যে কি হচ্ছে তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। তাই যখন প্রাণপণ চেষ্টা করেও ফিরোজাকে খুঁজে বার কর্ত্তে পার্লে'ম না, তখন সন্ধান কর্ত্তে হল কে তাকে খুঁজে বার কর্ত্তে পারে। সন্ধান করে বুঝলুম—এক পার তুমি, আর পারে তোমার স্বামী। তাইতেই আমি সব জানতে পেরেছি। ওসমান, আর ভয় নাই। এইবার আমরা অনায়াসেই ফিরোজাকে ফিরে পাব। কিন্তু সাবধান,—যতদিন বাঁচবে, কখনো তার পূর্ব্ব জীবনের কথা স্মরণ করো না, বা তাকে স্মরণ করিয়ে দিও না। মনে রেখো—মানুষ নিজের জন্মের জন্য বা জন্মগত সংস্কারের জন্য দায়ী নয়, দায়ী তার কর্ম্মের জন্য। জন্মগত সংস্কারকে যে অতিক্রম করে উপরে উঠতে পারে সেই যথার্থ মানুষ,—খোদার অনুগ্রহ ভাজন। এসো সাকী, আমরা অবিলম্বেই তার সন্ধানে যাত্রা করব।

সাকী। জনাব, তা'কে খুঁজে বার কর্ত্তে হবে না। আমি জানি। সে কোথায় আছে।

ওসমান। }
মীর হবিব। } জান? কোথায়?

সাকী। আমাদের নিজের ঘরে।

ওসমান। নিজের ঘরে!

সাকী। হ্যাঁ জনাব। আমরা বেদুইন। খোদা আমাদের ঠাঁই দিয়েছেন ওই মরুভূমি বুকে। দু'দিন সহরে বাস করে আমরা তা ভুলি নি। আবার আমরা আমাদের সেই ঘরে ফিরে গেছি। আমরা স্বাধীন—বাঁধনের ভিতর কেন থাকব? সেখানে বাঁধনের নামগন্ধ নাই—চারিধার খোলা। সেখানে আমাদের ঘৃণা কর্ত্তে কেউ নাই, চোখ রাঙ্গাতেও কেউ নাই।

মীর হবিব। দিন চলছে কিসে?

সাকী। দেখছেন আমার এই নাচওয়ালীর বেশ? এই থেকেই চলছে। একে ভিক্ষা বলতে হয় বলুন, মজুরী বলতে হয় বলুন।

মীর। সে কি! ফিরোজাও কি তোমার মত নেচে বেড়াচ্ছে নাকি!

সাকী। না জনাব। তার দরকার হয় নি। একজনের মজুরীই দু'জনার পেট চলবার পক্ষে যথেষ্ট। আর না হলেও আমি যা পারি সে তা কখনো পারবে না। কেন জানেন? সে জাত হারিয়েছে। ছিল বেদুইন বিজলী—হয়েছে ফিরোজা বেগম। সে এখান থেকে যাবার সময় এককড়া কাণা কড়িও নিয়ে যায় নি। কিন্তু বলে কি জানেন? সে এখান থেকে যা নিয়ে গেছে তা নাকি বাদশার তাজের চেয়েও দামী। সে জিনিসটার নাম নাকি—"আত্মসম্মান"। সে যে কি জিনিস তা কিন্তু আজও বুঝতে পার্লেম না।

মীর। শুনলে ওসমান, শুনলে? বৎস! তুমি ভাগ্যবান। সে যে কি জিনিস তা জানবে সাকী, বুঝবে—যেদিন হিম্মৎ হবে ওসমানের সহকারী, আর তুমি হবে আমার কন্যা। এসো ওসমান—আর দেরী নয়—চল সাকী। পথেই হিম্মতের সঙ্গে দেখা হবে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বেদুইন পল্লী—পথ

[হিম্মতের প্রবেশ]

হিম্মৎ। কোথায় সাকী? তা'কে তো কোথাও খুঁজে পেলেম না। কেউ তার ঠিকানা বলতে পার্লে না। তবে সবাই বল্লে সে রোজ সহরে আসে। সহরে আন্দাজে কোথায় খুঁজব? তাইতো, তাকে না দেখতে পেলে যে প্রাণটা কোনমতেই শান্ত হচ্ছে না! আহা! আমি তাকে এত ভালবাসতুম তা কি ছাই আগে জানি! জানতুম যদি, তাহ'লে তার কথা কখনো অবহেলা কর্ত্তুম না—আর তাহ'লে আজ এ দুর্দ্দশাও হ'ত না। (চিন্তা করিয়া)—নাঃ যাই আর একবার শেখ সাহেবেরই বাড়ীতে—তিনি যখন এত খবর রাখেন তখন হয় তো সাকীর ঠিকানাটাও তাঁর জানা থাকতে পারে।

[প্রস্থান :

[দরবেশ বালকগণের প্রবেশ]

দরবেশ বালকগণ। গীত।

আমি বাঁচিয়া বাঁচিয়া মরি নিতি নিতি,
আমারে দাও হে বাঁচায়ে!
ব্যথার আগুনে জ্বালায়ে জ্বালায়ে
আমারে লও হে যাচায়ে।
আমার আঁধার পোহায়ে দাও,
নব প্রভাতের আলোক ছটায় ঘুমঘোর কেড়ে নাও,—

(তব) ভিখারীর বেশে ভিতর বাহির দাও হে
আমার সাজায়ে—
আমি ফিরি দেশে দেশে তব নাম গেয়ে,
তোমার বীণাটী বাজায়ে ॥

[প্রস্থান।

[উদ্‌ভ্রান্তভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ও ঘন ঘন পশ্চাদ্দিকে চাহিতে চাহিতে লায়লার প্রবেশ—পথের মাঝখানে একখণ্ড অনতি বৃহৎ প্রস্তর ছিল, লায়লা হোঁচট খাইল—একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রস্তরখানা দেখিয়া লইল—আবার ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও আছে কিনা—নির্জ্জন দেখিযা বক্ষোবস্ত্র মধ্য হইতে একখানি ছুরিকা বাহির করিল—একবার উহা উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিযা ধার পরীক্ষা করিল—ধার মনঃপূত হইল না—প্রস্তরখণ্ডের উপর ছুরিখানা ঘসিযা ঘাসিযা ধার করিতে লাগিল—সহসা পদশব্দে চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিল কেহ আসিতেছে—তাড়াতাড়ি ছুরিখানা বক্ষোবস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া অন্তরালে গমন করিল]

[মীর হবিব ওসমান হিম্মৎ ও সাকীর প্রবেশ]

সাকী। এইবার চলুন হুজুর। বেলা পড়ে এসেছে—আমাদের সেখানে পৌঁছুতে সন্ধ্যা হবে। সন্ধ্যার সময় তা'কে ঠিক তাঁবুতে পাওয়া যাবে।

ওসমান। অন্য সময় সে কোথায় থাকে?

সাকী। কিছু ঠিক নাই। আপন মনে ঘুরে বেড়ায়, গান গায়—কখনো হাসে, কখনো কাঁদে—কখনো বা গুম্ হয়ে বসে থাকে, ডাকলে কথা কয় না। ওই দু'টী সময় সকাল আর সন্ধ্যা—সূর্য্যের উদয় আর অস্ত—এই দু'টী সময় সে যেখানেই থাক, তাঁবুতে ফিরে আসবেই আসবে।

মীর। তবে আর দেরী করে কাজ নাই। চল যাত্রা করা যাক। হিম্মৎ!

হিম্মৎ। জনাব?

মীর। উট প্রস্তুত রেখেছ তো ?

হিম্মৎ। হ্যাঁ জনাব, উট সজ্জিত হয়ে অপেক্ষা কর্চ্ছে, বড় রাস্তায় বেরুলেই পাবেন।

মীর। তবে আর কি—চল।

[সকলের প্রস্থান—পশ্চাতে লায়লার প্রবেশ। লায়লা স্থির দৃষ্টিতে তাহাদিগকে দেখিল—পরে সন্তর্পণে অনুসরণ করিল]

তৃতীয় দৃশ্য

মরুভূমিতে একটী বেদুইন তাঁবু

সময়—সূর্য্যাস্তের প্রাক্কাল—অদূরে ওয়েসিস্ দৃষ্ট হইতেছে-
বিজলী একাকিনী বসিয়া গাহিতেছে

বিজলী। গীত

আমার অরুণ আকাশে নব রবি-ছবি তুমি হে !
তাই দূর হতে, বহু দূর হতে তোমার চরণে নমি হে !
লাগে আলোর রেখাটী আমার আঁধার মরমে—
আজি ঘুচায়ে দিয়াছে সকল বাধা সরমে,—
তাই স্বরগ আমার সকল আকাশ ভূমি হে !
আমি আপনা হারায়ে তোমারে পেয়েছি,
তব পদরেণু চুমি হে !

[গীতান্তে চক্ষু মুদিয়া চিত্র পুত্তলিকাবৎ বসিয়া রহিল—মীর হবিব ওসমান হিম্মৎ সাকী ও পশ্চাতে লায়লার প্রবেশ]

সাকী। ওই দেখুন,—একেবারে গুম্ হয়ে বসে আছে। এখন খানিকক্ষণ মাথা খুঁড়লেও একটী কথা কইবে না।—এগিয়ে আসুন—দেখা যাক চেষ্টা করে।

লায়লা। (ছুরিকা উদ্যত করিয়া ছুটিয়া গেল)—অনেক কষ্টে খুঁজে পেয়েছি—আর কোথায় যাবে!—

[বিজলী চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল]

সাকী। আহা হা! কি কর—কি কর—(লায়লাকে বাধা দিল)

[পশ্চাতে ফকির সাহেব ও আফ্‌জলের প্রবেশ]

আফ্‌জল। লায়লা!

লায়লা। একি! আমি কি স্বপ্ন দেখছি—না খোদার দয়ায় সত্যই মরা মানুষ কবর থেকে ফিরে এলো!

আফ্‌জল। লায়লা! আমি মরিনি—এই মহাপুরুষের শুশ্রূষায় মৃত্যুমুখ হতে ফিরে এসেছি।

ফকির। আজ সেদিন এসেছে লায়লা—শয়তান দূরে সরে গেছে, আফ্‌জল জেগে উঠেছে।

মীর হবিব। জনাব, একি ইন্দ্রজাল!

ফকির। না বৎস, আজ খোদার হুকুমে আমি তোমাদের হারাণ সৌভাগ্য ফিরিয়ে দিতে এসেছি। ওসমান! তোমার ফিরোজাকে ফিরে পেয়েছ—তাকে যত্নে রেখো, আর যেন ভুল করো না। জেনো—মাণিক যদি আবর্জ্জনায় পড়ে থাকে, তবু সে মাণিক। মীর হবিব!

মীর হবিব। জনাব!

ফকির। এই অপরাধী আফজল তোমার সম্মুখে। এ কে জান? তোমারই পুত্র—যাকে শৈশবে বেদুইনরা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের সর্দ্দার মৃত্যুকালে একে আমার হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছে। এই লায়লাও তারই কন্যা। এ শুধু আমার মুখের কথা নয়, আমার কাছে এর প্রমাণ আছ।

মীর হবিব। কোন প্রমাণের আবশ্যক নাই। আপনার মুখের কথাই

ফকির। এখন এই অপরাধীকে নিয়ে তুমি কি করবে?

মীর হবিব। আপনার যা আদেশ।

ফকির। বৎস! শাস্তির উদ্দেশ্য অপরাধীর ধ্বংস নয়, উদ্দেশ্য—তার সংশোধন—উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা। বৎস, তুমি একে মার্জ্জনা কর।

মীর হবিব। হজরৎ আপনাকে হাজার সেলাম। আজ এই হারাণ পুত্রের সঙ্গে জগদীশ্বরের করুণা লাভ করে ধন্য আমি হলেম। আপনি আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

ফকির। খোদার করুণায় চিরদিন তোমাদের বিশ্বাস অটল থাক।

[ফকিরের প্রস্থান।

সাকী। আর কেন, এইবার চলুন আমরাও বাড়ী যাই। একটা জবর গোছের মাইফেল না হলে এ আনন্দ সম্পূর্ণ হবে না।

মীরহবিব। ঠিক বলেছ—এসো আর দেরী নয়।

[ওসমান, বিজলী, সাকী ও হিম্মৎ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ওসমান। ফিরোজা!

ফিরোজা। নাথ!

সাকী। দেখুন জনাব! বেশী বাড়াবাড়ীটা কিছু নয়। জানেন তো—অধিক ভোজনে উদ্গার হয়। এখন বাড়ী চলুন—শেখ সাহেব ছট্‌ফট কর্চ্ছেন। এর পর সারা জীবনভোর যে যার মুখপানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকবেন।

[ওসমান ও বিজ্‌লীর প্রস্থান।

সাকী। (হিম্মতের প্রতি)—কিবে, তোর আবার কি হ'ল?

হিম্মৎ। আহা সাকীরে

উভয়ে।　　　　গীত

হিম্মৎ। ওরে আমার পরাণ-ময়না।
(আমার) বুকের খাঁচায় এসে চুম্‌কুরি কাট,
দেরী যে আমার সয়না।

সাকী। যাও!—আমার তোমারে চিনিতে বাকী নাই,
ধরা দেবেনা, দেবেনা,—দেবনা, ভেবেছি তাই

উভয়ে। আজ কেটেছে মেঘ, ফুটেছে চাঁদ,
সরম-বাধা বুঝি রয়না!

হিম্মৎ। ওরে আমার পরাণ-ময়না!

সাকী। ওরে আমার পরাণ-ময়না!

হিম্মৎ। আজ পেয়েছে যে যারে চায়,

সাকী। তাই কাণে কাণে প্রেম গীতি গায়,—

উভয়ে। প্রাণের তারে সুরের আবেশ বুঝি বয়না।
মরমে মরমে কত কথা,—তারা মুখের কথাটী কয়না।

[উভয়ের প্রস্থান।

উজ্জ্বল দৃশ্য

নর্ত্তকীগণ গীত

আজ ঢেউ এসেছে কোন দরিয়ার পার হ'তে !
ফুলের-গন্ধে হাসির রাশি আসছে নেমে কোন পথে !
বিলিয়ে আপন সোণার স্বপন হারিয়েছিলে—
কোন রাতে ?
আজকে ফিরে পেলে রতন, করো যতন,
ধরে নাও হাতে হাতে—
সোহাগে প্রাণ বেঁধে নাও প্রাণের সাথে ॥

যবনিকা